৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

ফিরে দেখা ৫০
শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।
তিনের পাতায়

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ১৬ অগ্রহায়ণ – ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ ঃ ৩ ডিসেম্বর – ৯ ডিসেম্বর, ২০২২

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 7, 3 December - 9 December, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় কেন্দ্রের শর্ত মেনে

নেওয়ার মুচলেখা দিয়ে আটকে থাকা বরাদ্দ পেতে চলেছে রাজ্য। এবার থেকে বাড়ি করতে দেরি হলে জরিমানা করার শর্তও জুড়ে দিল কেন্দ্র।

রবিবার : গড়িয়াহাট ও হাতিবাগানের পর নিউমার্কেটে

শুরু হোলো হকার সমীক্ষা। সমীক্ষা শেষ হলে ভেন্ডিং কমিটি বসবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কি ভাবে হবে তা নিয়ে।

সোমবার : সামান্য জ্বর জ্বালা হলে নিজেরা ডাক্তারি

করে আন্দাজে এন্টিবায়োটিক খাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। একে আটকাতে এবার নির্দেশিকা জারি করলো আইসিএমআর। এমনকি এন্টিবায়োটিক দেওয়ার নির্দিষ্ট সময়সীমা ডাক্তারদের জন্য বেঁধে দিয়েছে আইসিএম আর।

মঙ্গলবার : নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ চ্যাটার্জী জড়িয়ে থাকার

মামলার গতি নিয়ে হাইকোর্টের পর এবার প্রশ্ন তুললো নিম্ন আদালত। বিচারক বলেন জিজ্ঞাসাবাদ আর নথি সংগ্রহ বলে আর কত দিন চলবে।

বুধবার : আদালতের নির্দেশে ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষার্থীদের

তালিকা প্রকাশ করেও বিপদে পড়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। এমনকি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ভুলও স্বীকার করেছে পর্ষদ। দেখা যাচ্ছে পূর্ণ নম্বরেরও বেশি পেয়েছে অনেকে।

বৃহস্পতিবার : পাকিস্তান সীমান্তে ড্রোন রোখা এখন

সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ বলে বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবসে জানালেন ডিজি। প্রায় প্রতিদিন গুলি করে নামাতে হচ্ছে পাকিস্তানী ড্রোন। এজন্য পশ্চিম সীমান্তে ৫৫০০টি ক্যামেরা লাগানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানালেন ডিজি।

শুক্রবার : পশ্চিমবঙ্গ এখন অস্ত্রের বাজার। প্রায় প্রতিদিনই

উদ্ধার হচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা, কার্তুজ। এই বাজারের অন্যতম হল ভাঙড়। বারুইপুর পুলিশ হানা দিয়ে ভাঙড় থেকে খুঁজে বার করল এক অস্ত্র কারখানা। সেখান থেকে ধরা হয়েছে কারবারের মালিক বাবা ও ছেলেকে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

স্কুলে স্কুলে উবে যাচ্ছেন শিক্ষাদাতারা

মাথা ধরার লড়াই জারি

ওঙ্কার মিত্র

ব্যোমকেশ ফেলুদার মত ক্রমশ রহস্য রোমাঞ্চের থ্রিলার হয়ে উঠছে পশ্চিমবঙ্গের এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতি কান্ড। একটা জট খুলতে না খুলতে পাকাচ্ছে আর একটা জট। প্রথমে মনে হয়েছিল রাজনৈতিক নেতারাই দায়ী, পরে আমলারাও পিছু পিছু গিয়ে জেলে ঢুকলেন। প্রথমদিকে শোনা গিয়েছিল টাকা নিয়ে তালিকায় নম্বর বাড়িয়ে অবৈধ নিয়োগের গল্প। পরে এক এক করে এসেছে সাদা খাতা, ব্ল্যাঙ্ক ওয়েমারশিট এমনকি পরীক্ষায় না বসেই চাকরি পাওয়ার কাহিনী।

বেশ চলছিল তদন্ত। বিচারপতি যখন অবৈধ শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিজে থেকে ইস্তফা দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন তখন নতুন টুইস্ট এনে মোড় ঘুরিয়ে দিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। কারো কারো অনুপ্রেরণায় পর্ষদ অতিরিক্ত পদ তৈরির বিজ্ঞপ্তি জারি মতলব আঁটলো অবৈধ বৈধ সকলকেই শিক্ষক পদে বহাল রাখার।

ব্যাস আর যায় কোথায়, মাথা ধরার লড়াই আরও তীব্র করে দিল আদালত। কার মাথা থেকে বেরিয়েছে এই মতলব? পর্ষদ বললো সরকার, সচিব বললেন মন্ত্রী, মন্ত্রী বললেন ক্যাবিনেট। আর ক্যাবিনেটের যিনি মাথা তিনি রয়েছেন চুপ করে। রোমাঞ্চ আরও ঘনীভূত। আর সেই রহস্যের জাল ছাড়াতে অবৈধ চাকুরীরতদের তালিকা প্রকাশ্যে আনতে নির্দেশ দিল আদালত। এমনকি সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে হবে এই তালিকা। তদন্ত বলছে কমিশন ১৮৩ জনের নাম জানালেও এই সংখ্যাটা নাকি হাজারের কাছাকাছি। এই সঙ্গে যারা এখনো তদন্তে অসহযোগিতা করছেন তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুশিয়ারী দিয়েছেন বিচারপতি। তাঁর ধারণা এই তালিকা বেরোলেই বেরোবে অনেক খেড়ে ইঁদুর। এখানেও কি সেই মাথার সন্ধান?

বিচারপতির মন্তব্যের খেড়ে ইঁদুর কারা এখনো জানা না গেলেও তালিকা বেরোবার পরেই গ্রাম শহরের বিভিন্ন স্কুলে উবে যেতে শুরু করেছেন দু একজন করে শিক্ষক শিক্ষিকারা। একদিকে রাস্তায় বসে থাকা বৈধ চাকরিপ্রার্থী অন্যদিকে কমিশন প্রকাশিত তালিকাভুক্ত অবৈধ চাকুরে। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই দুয়ের মিলিত ক্ষোভ শাসক দলের বিরুদ্ধে যাবে কিনা সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা তালিকা প্রকাশ হলেও মাথা ধরা অত সহজ কাজ হবে না। কারণ দোষীদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের পরিচালকদের মানসিকতার অভাব। নেতা মন্ত্রীরা যে অবৈধদের পাশে থাকতে চাইছে সেটাও ওই নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই। বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি বলেছেন তিনি শেষ দেখে ছাড়বেন। আর শেষ দেখতে গেলে লড়াই তো জারি থাকবেই।

গড়ে গড়ে টক্কর

কুনাল মালিক

শেষমেস রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর জনসভা মথুরাপুর বিজেপি সাংগঠনিক জেলা কুলপির পরিবর্তে ডাঃ হারবার লাইট হাউসের মাঠে ৩ ডিসেম্বর হতে চলেছে। বলা ভালো তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন চিফ অভিষেক ব্যানার্জীর খাসতালুকে শুভেন্দুর জনসভা ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনীতির পারদ চড়তে শুরু করেছে। ঐ দিন শুভেন্দু অধিকারীর খাসতালুক কাঁথিতে অভিষেক ব্যানার্জী জনসভা হচ্ছে। সেই সভা ঘিরেও জোর তৎপরতা চলছে তৃণমূল শিবিরে। তৃণমূল সূত্রের দাবী অভিষেকের সভায় ১ লক্ষ মানুষের সমাগম হবে। যদিও শুভেন্দু অধিকারীর বাড়ির ঢিল ছোড়া দূরত্বে অভিষেকের সভা যাতে না হয় তার জন্য শুভেন্দু অধিকারী হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন। কিন্তু

সেই মামলা খারিজ করে কলকাতা হাইকোর্ট কিছু শর্ত দিয়ে জনসভার অনুমতি দেয়। একই ভাবে কুলপিতে শুভেন্দুর জনসভা আইনগত কারণে বাতিল হবার পর বিজেপি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। কলকাতা হাইকোর্ট কিছু শর্ত দিয়ে ডাঃ হারবার লাইট হাউসের মাঠে জনসভার অনুমতি দেয়। তড়িঘড়ি বিজেপির ডাঃ হারবার সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব মাঠ সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিজেপি নেতা দীপক হালদার সংবাদ মাধ্যমে বলেন, আমরা খুবই খুশি। জনসভায় ৩৫ হাজার লোক হবে।

একই দিনে যুযুধান দুই দলের সেনাপতির এই জনসভা সারা রাজ্যে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। একই দিনে একে অপরের গড়ে কি রাজনৈতিক বার্তা দেন দুই সেনাপতি সেটাই এখন দেখার। সেই সঙ্গে কতটা শান্তিপূর্ণ ভাবে জনসভা সম্পন্ন হয় সেদিকেও আমাদের নজর থাকবে।

পঞ্চায়েত ভোটের মুখে কাটমানির অভিযোগ বাগদায়

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে উত্তর চব্বিশ পরগনায় আবারও কাটমানির অভিযোগ উঠল। বাগদা ব্লকের আষাঢ় অঞ্চল তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী গিয়াসউদ্দিন মণ্ডলের বিরুদ্ধে সরকারী ঘর প্রদানের ক্ষেত্রে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় বাগদার রাজনৈতিক পরিমণ্ডল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আষাঢ় অঞ্চলের পাটকেল পোতা গ্রামের ইব্রাহিম মণ্ডল, রহিমা মণ্ডল, ওহাব মণ্ডল ও নওসের মণ্ডলরা বাগদা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে এই মর্মে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগে তারা উল্লেখ করেন, আষাঢ় অঞ্চল তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী গিয়াসউদ্দিন মণ্ডল তাদেরকে সরকারি ঘর পাইয়ে দেবার জন্য মাথাপিছু ১০, ১৫ ও ২০ হাজার টাকা করে কাটমানি নিয়েছে।এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গিয়াসউদ্দিন মণ্ডল বলেন, 'এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ ঘর তো দেবেন সরকারি আধিকারিকরা।

এক্ষেত্রে আমার তো কোনও ভূমিকাই নেই। এছাড়া ওরা তো ইতিমধ্যে ঘর পেয়ে গিয়েছে প্রায় বছরখানেক আগে। তখন তো কোনও কথা ওঠেনি। তাহলে পঞ্চায়েত ভোটের মুখে এ ধরনের কথা ওঠার কারণ কি? আসলে এটা আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যে বিরোধীদের চক্রান্ত।

এ প্রসঙ্গে বাগদা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক বলেন, 'এই মর্মে একটা অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগের তদন্ত চলছে। অভিযুক্ত ও অভিযোগকারী উভয় পক্ষের বক্তব্যেই শুনানি হয়েছে। অভিযুক্ত দোষী প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা অবশ্যই নেওয়া হবে। আর অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে তারও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এরপর পাঁচের পাতায়

গঙ্গাসাগর বাঁচাতে লড়াইয়ে প্রকৃতি–প্রযুক্তি

প্রিয়ম গুহ

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অন্যতম বৃহৎ মেলার প্রস্তুতি তুঙ্গে। ইতিমধ্যেই সাগরদ্বীপের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সর্বশেষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাতছানিতে সাগর পাড়ের কংক্রীটের রাস্তার একাংশ পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সে কারণে বারবারই জোয়ারের জল ঢুকে মন্দির সংলগ্ন এলাকা ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক কয়েকটি বড় কোটালের জল ডিএম বাংলোর কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। এই নিয়েই মাথায় হাত পড়ে গিয়েছে প্রশাসনের। গঙ্গাসাগর এখন শুধুমাত্র কয়েকদিনের তীর্থক্ষেত্র নয় পর্যটনের ক্ষেত্রেও এক নাম হয়ে উঠেছে ইদানিংকালে। তাই এমন সাগর তাণ্ডবে সৌন্দর্যায়ণ ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে। তাই প্রশাসন বাঁধ দিতে তৎপর হয়েছে সাগর পাড় জুড়ে। সে কারণে সাগর মেলার আগে কাজ সম্পূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। জেসিবি ও মাটি বোঝাই গাড়ি সমুদ্রের পাড়ে মহাযজ্ঞে সামিল। এঁটেল মাটি দিয়ে বাঁধ তৈরি হবে সেকারণে এঁটেল মাটির পাহাড়ে সাগরতট পরিপূর্ণ। সাগরের জলের সাহায্যে নির্ধারিত সাগর স্নানের যে জায়গা রয়েছে তা সাগরতটের পরিবর্তে গঙ্গা নদীর তটে পরিণত হয়েছে। এঁটেল মাটিতে পা হড়কে চিৎপাত হয়ে পড়তে হচ্ছে পর্যটকদের। সাগরতটের আনন্দ এখন নদীরতটে পরিণত হয়েছে বলে হাসতে হাসতে কিছু পর্যটক ব্যাঙ্গাত্মকভাবে প্রশাসনকে দুষতে দুষতে তট ছাড়লেন। এছাড়াও এঁটেল মাটির সাথে সাগরতটে পায়ে বাধছে ভাঙা হাড়ি বা ইঁটের টুকরো।

এরপর পাঁচের পাতায়

সোনা পাচারে জড়ালো তৃণমূল নেতার ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ পুলিশ জেলার অন্তর্গত বনগাঁ সীমান্ত এলাকায় গত অক্টোবর মাসে ২ কেজি সোনা সমেত ২ জনকে গ্রেপ্তার করে ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই)–এর আধিকারিকরা। এই দুইজনের নাম অনুপম মিত্র ও অনীক মণ্ডল। ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করতে বেশ কিছু তথ্য আসে তদন্তকারীদের হাতে। তাতে জানা গিয়েছে বাংলাদেশ থেকে সোনা এনে এখানে গয়না তৈরি করার পর সেগুলিকে আবার পাচার করা হতো বাংলাদেশেই। কেননা সে দেশে কলকাতার নকশা করা গয়নার যেমন বিপুল চাহিদা, তেমনই মূল্যও যথেষ্ট বেশি। পাচারকারীরা সে দেশের বিপুল চাহিদাকেই কাজে লাগাত। ধৃত দুজনকে জেরা করে, সোনা পাচারের কিং পিন হিসেবে উঠে আসে বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্যর ছেলে শুভ আঢ্য ও শ্যালক অমিত ঘোষের নাম। কলকাতা থেকে সম্প্রতি এই দুজনকেই গ্রেপ্তার করে ডিআরআই। মূলতঃ অনুপম ও অনীকের মোবাইলের কল লিস্ট পরীক্ষা করেই শুভ আঢ্য ও অমিত ঘোষের নাম জানতে পারেন তদন্তকারীরা। ঘটনার সূত্রপাত হয় চলতি বছরের ১৮ অক্টোবর। শিয়ালদহ স্টেশনে দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে ২৬টি সোনার বিস্কুট সহ অনুপম ও অনীককে গ্রেপ্তার করেছিল ডিআরআই।

এরপর পাঁচের পাতায়

বন্ধ হচ্ছে হুক্কাবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতাস্থিত হুক্কাবার বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে বলে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান। কলকাতার হুক্কাবার বন্ধ থাকুক। কারণ এই হুক্কাবারে যে কেমিকেল ব্যবহার করা হচ্ছে এবং নেশা জাতীয় জিনিস মেশানো হচ্ছে তাতে অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েরা আক্রান্ত হয়ে প.ছে। এ বিষয়ে প্রচুর অভিযোগ আসছে। তাতে বলা হচ্ছে, অন্য শহরে যখন হুক্কাবার বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, তখন কলকাতা পৌর এলাকায় এগুলি রয়ে যাচ্ছে কেন? এ শহরে এগুলি চলার কী আছে? বিশেষ করে বন্ধ জায়গায় খুবই ক্ষতি হচ্ছে। ওখানে থাকা অন্য ব্যক্তিদের এই ধোঁয়ায় খুবই শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা হচ্ছে। মহানাগরিক আরও জানান, কলকাতা পৌরসংস্থার

কর্তৃপক্ষ এতোদিন খেয়াল করেনি এবং কেউ আপত্তিও করেনি। এবার যেখানে যেখানে এই হুক্কবার চলছে। তাদের ট্রেড লাইসেন্স বন্ধ করা হবে। হুক্কবারের কোনও লাইসেন্সিং সিস্টেমই নেই। অন্য প্রডাক্টের যেটা আছে। তা–ই আগামী দিনে এর কোনও লাইসেন্সও দেওয়া হবে না। কলকাতা পুলিশকেও এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। সেটার বিষয়ে পৌরসংস্থা থেকেও জানানো হবে। যে সমস্ত রেস্টুরেন্টে এমন হুক্কাবার চলছে তাদের সার্টিফিকেট অব এনলিস্টমেন্ট দেওয়া হবে না।

এরপর পাঁচের পাতায়

সুন্দরবনে বাঘের ঘরে বাঘরোল

সুভাষ চন্দ্র দাশ

পৃথিবী বিখ্যাত সুন্দরবন। সুন্দরবন শুধুমাত্র রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বাসস্থান নয়। এবার বাঘরোল গণনার পরিসংখ্যান আসলো সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে। বাঘের জন্য বসানো জঙ্গলের ছবি তোলার ক্যামেরায় ধরা পড়লো ৩৮৫ টি বাঘরোল। বাঘরোল গণনার এটি দ্বিতীয় ঘটনা । এর আগে চিলকার জঙ্গলে সর্বপ্রথম বাঘরোল গণনা করা হয়। শুধু বাঘ নয় বাঘের বাইরে সুন্দরবনে যে আরও অন্যান্য প্রাণীর বসবাস রয়েছে তা নিয়ে গণনা শুরু করেছে বনদপ্তর। এর আগে কুমির গণনা করা হয়েছিল সুন্দরবনের নদীতে। গতবছর ৭ থেকে ১৪ ডিসেম্বর সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় জঙ্গলের মধ্যে ক্যামেরা বসিয়ে শুরু হয় বাঘ গণনার কাজ। সেই ক্যামেরায় ধরা পড়ে বিভিন্ন প্রাণীর ছবি। বনদপ্তর সিদ্ধান্ত নেয় এই ক্যামেরায় ধরা পড়ে সমস্ত বাঘরোলের ছবি গণনা করা হবে। সেই সিদ্ধান্ত মতো উঠে এল বাঘরোলের একটি পরিষ্কার চিত্র। ইতিমধ্যেই যে সমস্ত প্রাণী বিরল প্রজাতির তালিকায় ধরা হয়েছে তার মধ্যে বাঘরোলা হল অন্যতম। বাঘরোলকে ইংরেজিতে বলা হয় ফিশিং ক্যাট। গ্রামে অনেকে একে মেছো বিড়াল হিসেবে চেনে। গ্রামবাংলায় বাঘরোল বাড়িতে ঢুকে পড়লে পিটিয়ে মারার ঘটনা ঘটে আকচার। তাই গ্রামবাসীকে বাঘরোল সম্পর্কে সচেতন করতে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বনদপ্তর। শুধু তাই নয় এই প্রাণী বাঁচাতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাও ইতিমধ্যেই বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের আলোচনা উঠে এসেছে। এ বিষয়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জাস্টিনস জোন্স বলেন আমরা ইতিমধ্যেই ৩৮৫ টি বাঘ রোলের সন্ধান পেয়েছি সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে।

এই বিরল প্রাণী সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। যে সমস্ত এলাকায় জলাশয় ও ঝোপঝাড় আছে সেখানেই বাঘরোলের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। তবে ইদানিং যেভাবে মানুষের জনবসতি গড়ে উঠছে তাতে বাঘরোলের জীবন সংশয় শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ জয়দীপ কুণ্ডু বলেন বাঘরোল বাঁচাতে স্থানীয় মানুষকে যেমন সচেতন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই প্রাণীটির সম্পর্কে মানুষের আরো বেশি সচেতনতা বাড়াতে হবে।' উল্লেখ্য, স্থানীয় মানুষকে বন্যপ্রাণী বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে ইতিমধ্যে বাঘ সংকল্প নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বন্যপ্রাণ সংক্রান্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'শের'–এর উদ্যোগে সুন্দরবনের পাখিরালয় দ্বীপে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে একটি লাইব্রেরীতে বাঘ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী বিষয়ে জানতে পারবেন স্থানীয় স্কুল ও কলেজের পড়ুয়ারা। শুধু তাই নয় স্থানীয় মহিলাদেরকে সচেতন করতে এবং বিকল্প জীবিকার সন্ধান দেওয়ার হচ্ছে এই বাঘ সংকল্প প্রকল্পের মাধ্যমে।

দীঘা ও ওড়িশা উপকূলে নতুন প্রাণীর সন্ধান পেল জিএসআই

বিশেষ সংবাদদাতা: সমুদ্রে জীব বৈচিত্র্য সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জিএসআই) সম্প্রতি দীঘা, বকখালি, তাজপুর, নিউ দীঘা, উদয়পুর, তালসারি, চাঁদিপুর এবং কণিকা আইল্যান্ডস্ – এ এক বিশেষ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণীর সন্ধান পেয়েছে। এই প্রাণীটি সম্পর্কে জীব বিজ্ঞানীরা সমীক্ষা ও গবেষণা চালিয়ে এটির নামকরণ করেছেন বে অফ বেঙ্গল হেড–শিল্ড সী স্লাগ'। এ সম্পর্কিত গবেষণাপত্রে প্রকাশিত হয়েছে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি পত্র–পত্রিকায়।

জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কলকাতার অধিকর্তা ডঃ ধৃতি বন্দোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন, নতুন এই সামুদ্রিক প্রাণীটি সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে তার ফল প্রকাশ করতে সময় লেগেছে প্রায় এক দশক। এই প্রাণীটি খুবই ক্ষুদ্রাকৃতির, যার দৈর্ঘ্য ১২–১৪ মিলিমিটার। কালো রঙের এই ক্ষুদ্র প্রাণীটির শরীরে মেরুদণ্ডের কোনও অস্তিত্ব মেলেনি এবং এটি সমুদ্র উপকূলে মোটামুটিভাবে হামাগুড়ি দিয়ে চলে। তার ছাপও পাওয়া গেছে সমুদ্র তটের বালিতে। এই সামুদ্রিক প্রাণীটির বংশ বৃদ্ধি ঘটে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি – এই সময়কালে। পশ্চিমবঙ্গের বকখালি থেকে ওড়িশার কণিকা আইল্যান্ড পর্যন্ত ২৯৫ কিলোমিটার জুড়ে এর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে। জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার আঞ্চলিক সদর দপ্তর সহ আরও দুটি কেন্দ্রের সংগ্রহশালায় এই প্রাণীটির নমুনা সংরক্ষিত রয়েছে। এর আগে ঠিক এই ধরনেরই একটি সামুদ্রিক প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল থাইল্যান্ডের সমুদ্র উপকূলে।

নতুন এই সামুদ্রিক প্রাণীটির সমীক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ডঃ প্রসাদ চন্দ্র টুডু, ডঃ শেখ সাজন, ডঃ সৌমেন রায়, ডঃ অমিত মুখোপাধ্যায়, ডঃ বাসুদেব ত্রিপাঠী এবং ডঃ অনিল মহাপাত্র।

উত্তরের আঙিনায়

দশম অধিবেশনে উঠে এলো নানা সমস্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি পুরনিগমের দশম বোর্ড মিটিং অনুষ্ঠিত হল শিলিগুড়ি পুরসভাতে। সভার শুরুতেই আগুনে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন পুরনিগমের বোর্ডের সদস্যরা। শিলিগুড়ি পুরসভাতে এই বোর্ড মিটিং এ প্রথমেই মেয়র গৌতম দেব জঞ্জাল অপসারণ নিয়ে কাউন্সিলার এবং এম এম আইসিদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বলেন। মেয়র জানান রোজ তার কাছে প্রচুর ফোন আসে এ নিয়ে। প্রচুর মানুষের অভিযোগ। তাই আমাদের প্রথমেই এই দিকে তাকিয়ে কাজ করে যেতে হবে। শিলিগুড়িতে জঞ্জাল নিয়ে মেয়রের বক্তব্যে আমাদের সবাইকে সবকিছু ভুলে গিয়ে সবার সাথে মিলে কাজ করে চলতে হবে। মেয়র আরো জানান মিড ডে মিল নিয়ে অনেক অভিযোগ জমা পড়ছে পুরসভাতে। আমাদের দায়িত্ব যাতে সবাই ঠিকভাবে মিড ডে মিলের খাবার পায়। বিশেষ করে অনেক বাচ্চা আছে যাদের ঠিকমতো ঘরে খাবার তৈরি হয় না। এছারাও মেয়র জানান শিলিগুড়িতে ঘরে ঘরে জল দেবার মতন অবস্থা এখনো তৈরি না হওয়ায় অনেক মানুষের জল পেতে অসুবিধা হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে যাতে সবাই জল পায়।

শিলিগুড়ি হাসপাতালের উন্নয়নে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক করলেন মেয়র গৌতম দেব। আগামীদিনে কিভাবে এই হাসপাতালের উন্নয়ন করা যায় সেটা নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সারলেন তিনি। হাসপাতালের রোগীর পরিষেবা,অপারেশন এবং বিভিন্ন পরীক্ষার আরো উন্নয়ন ঘটাতে হবে এটাই ছিল হাসপাতাল কতৃপক্ষের মত। যেটাতে সায় দিয়ে মেয়র গৌতম দেব জানান রোগীর যাতে কোন ধরনের অসুবিধা না হয় এবং রোগীর আত্মীয়রা যাতে রোগীকে দেখতে এসে কোন সমস্যায় না পড়ে যান সেটাও এখন থেকে দেখবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। মেয়র আরো জানান শিলিগুড়ি হাসপাতালের পরিষেবা এমনিতেই এখন অনেক অনেক উন্নত। কিভাবে আরো উন্নয়ন করা যায় সেটা নিয়েই আলোচনা করা হল। ভবিষ্যতে আরো ভালো করে তোলবার কথা আলোচনা করলাম আমরা।

দম্পতির রহস্য মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িতে দম্পতির মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লী এলাকায়। দম্পতির নাম উজ্জ্বল কুমার সিনহা ও দেবলীনা সরকার সিনহা। উজ্জ্বল বাবু প্রাইভেট টিউটর ছিলেন, দেবলীনা আর্টের শিক্ষিকা। বিয়ের পর থেকে শ্বশুর বাড়িতেই থাকতেন উজ্জ্বল বাবু। প্রতিদিন সকাল ১১ টার সময় দুজনই কাজে বের হতেন। এদিন বেলা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও তাদের দেখা পাওয়া যায়নি, এরপর ঘরের মধ্যে দুজনের মৃতদেহ দেখতে পাওয় যায়। উজ্জ্বল বাবুর মৃতদেহ বিছানায় ছিল, অপরদিকে দেবলীনা মৃতদেহ মেঝেতে ছিল। কি কারণে তাদের মৃত্যু হয়েছে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত সঠিক কিছু জানা যায়নি। খবর পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করছে পুলিশ।

গ্যাংটক পর্যটকদের ডেস্টিনেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীতের আমেজে ডুবে রয়েছে গোটা রাজ্য, এই সময় সব থেকে ভালো ঘোরার জায়গা হতে পারে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক। গ্যাংটকের প্রাকৃতিক পরিবেশ অপরূপ সুন্দর, অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহর। শিলিগুড়ি থেকে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা লাগে গ্যাংটকে পৌঁছাতে সড়ক পথে। দুর্দান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ হৃদয় ছুঁয়ে দেয়। এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন। গ্যাংটক থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা কে দেখতে অপরূপ সুন্দর লাগে। এছাড়া রয়েছে নাথুলা পাস, ভারত চীন সীমান্তবর্তী এলাকা এই নথুলা। এই এলাকা দেখতে প্রচুর পর্যটক ভিড় জমান। গ্যাংটকের আরেকটি আকর্ষণীয় জিনিস হলো হনুমান টক মন্দির। এই মন্দিরটি অত্যন্ত জনপ্রিয়, এই মন্দিরটিকে দেখতে দূর দূরান্ত থেকে অগণিত পর্যটক প্রতিবছর সমাবেশ করেন। এছাড়া রয়েছে গ্যাংটক শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে সিস্টার সেভেন জলপ্রপাত। মোটের উপর গ্যাংটক পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি পর্যটন কেন্দ্র। তাই প্রতিবছর বিশেষ করে শীতের সময় প্রচুর পর্যটক গ্যাংটক বেড়াতে গিয়ে থাকেন।

কাতার বিশ্বকাপে শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারে কাতার বিশ্বকাপে শিলিগুড়ি থেকে উপস্থিত অনেকেই।এবারে কাতার বিশ্বকাপ ভারত

থেকে সামান্য কিছু দুরে। তাই এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চান নি অনেকেই। ডাক্তার থেকে ইঞ্জিনিয়ার,শিক্ষক থেকে অভিনেতা এমনকি খেলোয়ারেরা তো আছেন শিলিগুড়ি থেকে কাতার যাবার সংখ্যা খুব একটা কম নয়। প্রচুর মানুষ গেছেন কাতারে। তাদের আনন্দ উপভোগ করতে। যারা ফুটবলকে ভালোবাসেন তারা ছুটে চলে গেছেন কাতারে। ভারত থেকে সামান্য দুরে হওয়াকে কাজে লাগিয়ে ফুটবল দর্শনে বেরিয়ে গেছেন শিলিগুড়ি থেকে প্রচুর ফুটবল প্রেমী মানুষ। এর থেকেই বুঝতে পারা যায় ফুটবল এবং বাঙালির মধ্যে মিল ঠিক কতটা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩ ডিসেম্বর– ৯ ডিসেম্বর, ২০২২

মেষ রাশি : অন্যের উপর রূঢ় আচরণ না করাই শ্রেয়। আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মামলা–মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সম্ভাবনা। ব্যবসায় উন্নতিতে বিলম্ব। চাকরি ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অন্যমনস্কতা বিপদ ডেকে আনতে পারে।

প্রতিকার : কুকুর পালন করুন।

বৃষ রাশি : চাকরী ক্ষেত্রে সুফল লাভে বিলম্ব। ব্যবসা ক্ষেত্রে বাধা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে। তীর্থ ক্ষেত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা। ধর্মে–কর্মে আগ্রহী। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। মান সম্মান বৃদ্ধি এবং আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকলেও আরোগ্যের সম্ভাবনা। অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গরুকে খাবার খাওয়ান।

মিথুন রাশি : সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ। আর্থিক কষ্টের কিছুটা সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরী ক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার বা বদলির সম্ভাবনা। ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অর্থ প্রাপ্তিতে বিলম্ব। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : যে কোনো মাদক দ্রব্য থেকে বিরত থাকুন।

কর্কট রাশি : ব্যবসায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বিলম্ব এবং পদোন্নতিতে বাধা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য। মামলা–মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সফলতা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনেদের সঙ্গে সুষ্ঠ সফলতার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ভগবান শিবের পঞ্চামৃত অভিষেক করুন

সিংহ রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। সমাজ সেবা মূলক কর্মে মান সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। গুরুজনদের নিকট থেকে কোনও উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের জন্য অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : কাঁচা কয়লা সন্ধেবেলা জলে নিক্ষেপ করুন।

কন্যা রাশি : কোনো কার্যোদ্ধারে বিপত্তি হলেও তা কাটিয়ে উঠবে। রক্তচাপে হ্রাস বা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চাকরিক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। সন্তানের কৃতিত্বে ঘরে খুশির বাতাবরণ সৃষ্টির সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পীসত্তার বিকাশ। সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : ওম নমো ভাগবতে রুদ্রায় নম ১৬ বার পাঠ করুন।

তুলা রাশি : নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য স্বজনবর্গের সঙ্গে রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি। চাকরিতে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠুন। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে পদোন্নতির সম্ভাবনা। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা করুন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। চাকরিতে দূরে বদলির সম্ভাবনা। গবেষণার ক্ষেত্রে শুভফল লাভের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সাদা বস্ত্র পরিধান করুন।

ধনু রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা। কোনো মামলা–মোকদ্দমা বা ঝামেলায় জড়াতে পারেন। ঈশ্বরানুরাগী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সুগন্ধি ব্যবহার করুন।

মকর রাশি : মানসিক ক্লেশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের থেকে কোনো দ্রব্যাদি উপহার স্বরূপ পেতে পারেন। পাড়া প্রতিবেশির সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : আপনার কাজের টেবিল পরিষ্কার রাখুন।

কুম্ভ রাশি : স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। স্বজনের থেকে উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক উপার্জন বৃদ্ধি। গৃহ নির্মাণ ও মেরামতির জন্য পরিকল্পনা করার সম্ভাবনা। মামলা–মোকদ্দমায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। নৃত্য–গীতাদির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির সঙ্গে উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের জন্য আর্থিক ব্যয়বৃদ্ধি। হারানো দ্রব্য ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : 'ওম শ্রীম শ্রীম সা কেতাবে নম' ১৮ বার জপ করুন।

মীন রাশি : চাকরির ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। আগের তুলনায় স্বাস্থ্যের উন্নতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ব্যবসার প্রসারতা ও শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসিকতার দ্বারা কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। জলে ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ।

প্রতিকার : পোষা কুকুরের যত্ন নিন।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি
কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে।
ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি
খবরের কাগজ সাজানোর কাজ জানা অভিজ্ঞ অপারেটর প্রয়োজন। দক্ষিন কলকাতার প্রার্থী অগ্রগণ্য।
যোগাযোগ : ৯৮০৪৪৫৪৬১৫

কর্মখালি
দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫ / ৯৮৩০২৮৪৯৯২

কর্মখালি
চিমনি, ওয়াটার পিউরিফায়ার ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সের কাজ জানা মেকানিক চাই। অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করতে পারেন। যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৯৮৩০৩৩২৩৬৭

কাজের খবর

সেইলে ২৩৬

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন পদে ২৩৬ জন কর্মী নেবে স্টিল অথরিটি ইন্ডিয়া (সেইল)। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার,অপারেটর কাম টেকনিশিয়ান (ট্রেনি), অ্যাটেন্ডান্ট কাম টেকনিশিয়ান (ট্রেনি), অপারেট কাম টেকনিশিয়ান (বয়লার অপারেশন), অ্যাটেন্ডান্ট কাম টেকনিশিয়ান (বয়লার অপারেশন), ফায়ারম্যান কাম ফায়ার ইঞ্জিন ড্রাইভার (ট্রেনি) সহ বিভিন্ন পদে প্রার্থীদে নিয়োগ করা হবে ভিলাই স্টিল প্লান্ট, চন্দ্রপুর ফেরো অ্যালয় প্লান্ট ও সালেম স্টিল প্ল্যান্টে। অপারেটর কাম টেকনিশিয়ান (ট্রেনি), অ্যাটেন্ডান্ট কাম টেকনিশিয়ান (ট্রেনি) এবং ফায়ারম্যান কাম ফায়ার ইঞ্জিন ড্রাইভার (ট্রেনি) পদের ক্ষেত্রে ট্রেনিং ২ বছরের। কর্তৃপক্ষ মনে কররলে ট্রেনিংয়ের মেয়াদ আরও ২ বছর বৃদ্ধি পেতে পারে। ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। বাকি পদগুলির ক্ষেত্রে ১ বছরের প্রবেশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : BPS-15(Rectr.)/22-23.

শূন্যপদের বিবরণ : গ্রেড ই - ১ : অ্যাসিস্যান্ট ম্যানেজার (বি ও ই) ১২টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ৩, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল বা কেমিক্যাল বা পাওয়ার প্লান্ট বা প্রোডাকশন বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি ই বা বি টেক। সেই সঙ্গে সেন্ট্রাল বা স্টেট বয়লার বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বয়লার অপারেশন ইঞ্জিনিয়ার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (সেফটি) : ১০টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২, আর্থিক ভবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট বা সমতুল শাখায় বি ই বা বি টেক ডিগ্রি। সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ বছরের কাজেরঅভিজ্ঞতা এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকতে হবে। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

উপরোক্ত দুটি পদের ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতায় মোট অন্তত ৬৫ শতাংশ (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

গ্রেড এস–১ : মাইনিং মেট : ১৭টি (সাধারণ ৫, তফসিলি চজাতি ১, তফসিলি উপজাতি ৮, ও বি সি ১, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। সেই সঙ্গে ডিরেক্টরেট জেনারেল অব মাইনস সেফটি (ডি জি এম এস) কর্তৃক স্বীকৃত মাইনিং মেট কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট থাকতে হবে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।

ব্লাস্টার : ১৭টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ৫, ও বি সি ১, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে ২ টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। সেই সঙ্গে ডিরেক্টরেট জেনারেল অব মাইনস সেফটি (ডি জি এম এস)। কর্তৃক স্বীকৃত বৈধ ব্লাস্টার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট থাকতে হবে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।

অ্যাটেন্ড্যান্ট কাম টেকনিশিয়ান (বয়লার অপারেশন) : ২৩টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ৭, ও বি সি ১, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে ৬টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আই টি আই। পাশাপাশি, সেকেন্ড ক্লাস বয়লার অ্যাটেন্ড্যান্ট কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট থাকতে হবে। বয়স : ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।

অ্যাটেন্ডান্ট কাম টেকনিশিয়ান (ট্রেনিং) : ফিটার : ২৮টি (সাধারণ ১৯, তফসিলি জাতি ৬, ও বি সি ১, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ১৫টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ৩, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য এবং ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক : ৩টি (সাধারণ) এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। ইলেক্ট্রনিক মেকানিক : ৩টি (সাধারণ)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। হেভি ভেহিক্যাল ড্রাইভার (মাইনস) : ৫টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সব কটি পদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আই টি আই বা এন সি ভি টি সার্টিফিকেট থাকতে হবে। হেভি ভেহিকাল ড্রাইভার পদের ক্ষেত্রে হেভি মোটর/ট্রান্সপোর্ট ভেহিকালের বৈধ ড্রাইভং লাইসেন্স সহ ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।

ফায়ারম্যান কাম ফায়ার ইঞ্জিন ড্রাইভার (ট্রেনিং) : ৮টি তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ৬, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে একটি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক–সহ হেভি মোটর ভেহিকালের বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।

গ্রেড এস–থ্রি : মাইনাস ফোর ম্যান : ১৬টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ৮, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক সহ মাইনিংয়ে ৩ বছরের ডিপ্লোমা। সেই সঙ্গে ডিরেক্টরেট জেনারেল অব মাইনস সেফটি (ডি জি এম এস) কর্তৃক স্বীকৃত বৈধ মাইনস ফোরম্যান কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট (মাইনিং) সহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।

অপারেটর কাম টেকনিশিয়ান (ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজর) : ৮টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ২)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক সহ হেভি মোটর ভেহিকালের বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।

গ্রেড এস–থ্রি : মাইনস ফোরম্যান : ১৬টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ৮, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক সহ মাইনিংয়ে ৩ বছরের ডিপ্লোমা। সেই সঙ্গে ডিরেক্টরেট জেনারেল অব মাইনস সেফটি (ডি জি এম এস) কর্তৃক স্বীকৃত বৈধ মাইনস ফোরম্যান কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট থাকতে হবে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।

সার্ভেয়র : ৪টি (সাধারণ ৩, তফসিলি উপজাতি ১)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক সহ মাইনিং বা মাইনিং অ্যান্ড মাইনস সার্ভে বিষয়ে ৩ বছরের ডিপ্লোমা। সেই সঙ্গে ডিরেক্টরেট জেনারেল অব মাইনস সেফটি (ডি জি এম এস) কর্তৃক স্বীকৃত বৈধ মাইনস সার্ভেয়র কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট থাকতে হবে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।

অপারেটর কাম টেকনিশিয়ান (ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজর) : ৮টি (সাধারণ ৬, তফসিলি উপজাতি ২)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। সেই সঙ্গে মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল বা কেমিক্যাল বা পাওয়ার প্লান্ট বা প্রোডাকশন বা ইনস্ট্রুমেন্টশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩ বছরের ডিপ্লোমা। পাশাপাশি, ফার্স্ট ক্লাস বয়লার অ্যাটেন্ড্যান্ট কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট থাকতে হবে। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

অপারেটর কাম টেকনিশিয়ান (ট্রেনি) : মেটালর্জি : ৯টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ৩)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। মেকানিক্যাল : ৪টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ২)। ইলেক্ট্রিক্যাল : ৪টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ২)।

ইনস্ট্রুমেন্টেশন : ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। কেমিক্যাল : ৩টি (সাধারণ ২, ও বি সি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সবকটি পদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ৩ বছরের ডিপ্লোমা। বয়স : ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।

এস–থ্রি গ্রেডের পদগুলির ক্ষেত্রে প্রার্থীকে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ) পেয়ে থাকতে হবে।

১৭–১২–২০২২ তারিখে প্রার্থীর নির্দিষ্ট বয়স থাকে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক : ফায়ারম্যান কাম ফায়ার ইঞ্জিন ড্রাইভার (ট্রেনি) পদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬৫ সেমি, ওজন ৫০ কেজি, বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮১ ও ৮৬.৫ সেমি। বাকি সব পদের ক্ষেত্রে উচ্চতা। পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫৫ সেমি, মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৪৩ সেমি, ওজন : পুরুষদের ক্ষেত্রে ৪৫ কেজি, মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩৫ কেজি, বুকের ছাতি : অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদের ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭২ ও ৭৫ সেমি (মহিলাদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৫ ও ৭৯ সেমি), বাকি পদগুলির পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে না–ফুলিয়ে উ ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৫ ও ৭৯ সেমি (মহিলাদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭০ ও ৭৩ সেমি)।

দৃষ্টিশক্তি : অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদের ক্ষেত্রে দূরের ক্ষেত্রে চশমা ছাড়া বা চশমা সহ উভয় চোখে ৬/৯। অথবা চশমা ছাড়া বা চশমা সহ এক চোখে ৬/৬ ও অন্য চোখে ৬/১২। কাছের ক্ষেত্রে চশমা ছাড়া বা চশমা–সহ জে–ওয়ান। বাকি পদগুলির ক্ষেত্রে চশমা ছাড়া বা চশমা সহ উভয় চোখে ৬/৯। কাছের ক্ষেত্রে উভয় চোখে জে–ওয়ান বা এন–সিক্স। ফায়ারম্যান কাম ফায়ার ইঞ্জিন ড্রাইভার (ট্রেনি) পদের ক্ষেত্রে চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৬ হতে হবে।

বেতনক্রম : অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদের ক্ষেত্রে প্রথম বর্ষে ৫০,০০০ - ১,৬০,০০০ টাকা, দ্বিতীয় পর্বে ৬০,০০০ - ১,৮০,০০০ টাকা। এস-থ্রি গ্রেড পদগুলির ক্ষেত্রে ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড বাবদ পাওয়া যাবে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে নির্দিষ্ট মাসিক ১৬,১০০ টাকা ও ১৮,৩০০ টাকা। সফল ট্রেনিং শেষে বেতনক্রম : ২৬,১০০ - ৩৮,৯২০ টাকা। এস–ওয়ান গ্রেড পদগুলির ক্ষেত্রে ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড বাবদ পাওয়া যাবে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে নির্দিষ্ট মাসিক ১২,৯০০ টাকা ও ১৫,০০০ টাকা। সফল ট্রেনিং শেষে বেতনক্রম : ২৬,৬০০–৩৮,৯২০ টাকা। এস–ওয়ান গ্রেড পদগুলির ক্ষেত্রে ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড বাবদ পাওয়া যাবে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে নির্দিষ্ট মাসিক ১২,৯০০ টাকা ও ১৫,০০০ টাকা। সফল ট্রেনিং শেষে বেতনক্রম : ২৫,০৭০–৩৫,০৭০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা বা অনলাইন টেস্ট এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্কিল টেস্ট, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও ড্রাইভিং টেস্টের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : http://sailcareers.com অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২৬ নভেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (জে পি জি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও কালো কালির সই (জে পি জি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদের ক্ষেত্রে ৭০০ টাকা (তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা), এস–থ্রি গ্রেডের পদগুলির ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা (তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা) এবং এস–ওয়ান গ্রেডের পদগুলির ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা। (তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। অনলাইনে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ২২৬

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অনিষ্ট, ক্ষতি ৪। জল ৫। 'আমরা — আমাদের এই রাজার রাজত্বে' ৭। আইন ৯। প্রবল বৃষ্টিপাত ১০। পরিবর্তন ১১। চিন্তা, ধ্যান ১২। অধিকাংশ লোকের অভিমত।

উপর–নীচ

১। শত্রু ২। ব্যবসায়, পেশা ৩। বাতিল ৪। তর্কবিতর্ক, কথা কাটাকাটি ৬। সরকারি খেতাব বিশেষ ৮। উদাহরণ, দৃষ্টান্ত ১০। 'মিল্লা' ফুটবলার ১১। অন্ন।

সমাধান : ২২৫

পাশাপাশি : ২। কাননকুসুম ৫। ভাবধারা ৭। ঢোকলা ৯। শংসা ১০। জনপদ ১২। নিরস্ত্রীকরণ।

উপর–নীচ : ১। অনুভা ৩। নটরাজ ৪। সুলুক সন্ধান ৬। বহ্নি সংস্কার ৮। জউঘর ১১। দুপুর।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

কয়লা পাচার অব্যাহত বীরভূমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে উনত্রিশে নভেম্বর ভোর চারটে নাগাদ চন্দ্রপুর বিএড কলেজের কাছে মারুতি ভ্যানের ভিতরে বস্তা থেকে কয়লা উদ্ধার করলো চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। প্রায় পনেরো কুইন্টাল অবৈধ কয়লা উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। দুবরাজপুর থানার খয়েরবোন গ্রামের দশরথ জমাদার এবং ঘাটগোপালপুর গ্রামের মফিজুদ্দিন খানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। লোকপুর, রাজনগর এলাকা থেকে বাসে করে কয়লা আসছিল সাইথিয়া বাসস্ট্যান্ডে। সেখান থেকে ভ্যানে করে কয়লা পাচার হচ্ছিলো বিভিন্ন ইটভাটায়। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ২৬ নভেম্বর অভিযান চালায় বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। চল্লিশটি বস্তা থেকে প্রায় ষোলো কুইন্টাল অবৈধ কয়লা উদ্ধার করলো আধিকারিকরা। যদিও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি। আবার ১১ নভেম্বর রাতে হাজরাপুর এলাকা থেকে ছয়টি কয়লাবোঝাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করে সদাইপুর থানার পুলিশ। প্রায় ছত্রিশ কুইন্টাল কয়লা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনাতেও এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি পুলিশ। এর ঠিক একদিন আগে ১০ নভেম্বর ভোরে মুরারই থানার পুলিস বিশেষ তল্লাশি অভিযান চালিয়ে চালিয়ে ছাব্বিশটি কয়লাবোঝাই সাইকেলসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় পঞ্চাশটনের বেশি কয়লা উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর প্রধান রাস্তাগুলোর ওপর পুলিশের বিশেষ নজরদারি থাকায় বড় গাড়িতে যখন কয়লা পাচার করতে সমস্যা হচ্ছে তখন মেঠোপথে সাইকেলে করে ঝাড়খণ্ড এবং ঝাড়খণ্ড লাগোয়া মুরারইয়ের কয়লা মাফিয়ারা ঝাড়খণ্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গে কয়লা পাচার করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেই চেষ্টাও বানচাল করলো মুরারই থানার পুলিশ।

দখলদারী উচ্ছেদ জয়নগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকারি জায়গা দখল করে বহু জায়গায় দোকান, বাড়ি পর্যন্ত তৈরি হয়ে গেছে। পূর্ত দফতরের রাস্তা দখল করে জয়নগর, মথুরাপুর, রায়দীঘি, কুলতলি, মন্দিরবাজার সহ একাধিক জায়গায় গজিয়ে উঠেছে দোকান। এবার জয়নগরে তাদের জায়গা পুনঃ উদ্ধারে নামলো পূর্ত দফতর। আদালতের নির্দেশ মেনে শুক্রবার সারাদিন ধরে জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়া ও পূর্ব গাববেড়িয়ায় তিনটি জবর দখলকারী দোকান এবং একটি জবর দখলী বাড়ির অর্ধেক অংশ ভেঙে ফেলা হলো প্রশাসনের উপস্থিতিতে। জয়নগর থানার পুলিশের বিশাল বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী,জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিৎ বিশ্বাস সহ বি এল আর ও, বিদ্যুৎ,দমকল সহ একাধিক দফতরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই বেআইনি ভাবে জবরদখলকারী জায়গা উদ্ধার হলো। আগামী দিনে ও এই দখলদারি উচ্ছেদ অভিযান চলবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেল।

স্কুলে দুঃসাহসিক চুরির

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুর সীতাকুণ্ড বিদ্যায়তন হাই স্কুলে দুঃসাহসিক চুরি। বারুইপুর হাই স্কুল লাগোয়া প্রাথমিক স্কুলের গেটে তালা ভেঙে হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার ঘরের জানালা গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে ভেতরে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ, প্রধান শিক্ষিকার ঘর, অফিস ঘর, লাইব্রেরী, কম্পিউটার ও শিক্ষকদের বসার ঘরের আলমারি, লকার, গেটের তালা ভেঙে ঘর লণ্ডভণ্ড করা হয়। খোয়া গিয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও নগদ ৫–৬ হাজার টাকা। ঘটনাটি ঘটে বুধবার রাতে বারুইপুরের সীতাকুণ্ড বিদ্যায়তন হাই স্কুলে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনা জানাজানি হতে স্কুলে হাজির হয় প্রধান শিক্ষিকা সহ স্কুলের অন্য শিক্ষকরা। আসেন স্কুলের পরিচালন সমিতির লোকজন। অভিযোগ, সিসিটিভির হার্ড ডিস্ক, কম্পিউটার স্ক্যানার নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। এর জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বারুইপুর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। প্রধান শিক্ষিকা পাপিয়া হালদার বলেন, থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। স্কুলের ১৫ বছরের ইতিসাসে এমন ঘটনা ঘটেনি। ৯–১৬টি আলমারি ভেঙেছে,লকার ভাঙা। কম্পিউটার ঘর, লাইব্রেরী, অফিস ঘর, স্টাফ ঘর, আমার ঘরে তছনছ করা হয়েছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে কাগজপত্র। ৪০ হাজার টাকা কোপারাটিভের তা ছিল কিন্তু কাল তা এক শিক্ষক নিয়ে চলে গিয়েছিল। ফলে তা খোয়া যায়নি। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। তিনি আরও বলেন, নৈশপ্রহরী রাতে আওয়াজ পেয়েছিল। উঠে টর্চ মেরে কাউকে না দেখতে পাওয়ায় শুয়ে পড়েছিল।

ক্যানিং হাসপাতালে খোয়া গেল টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাসপাতাল চত্বরে রোগীর আত্মীয়দের মোবাইল ফোন এমনকি টাকা পয়সা খোয়া যাওয়া কিংবা চুরি হওয়ার মতো ঘটনা প্রায়শই ঘটে। এবার ভিনরাজ্যের এক রোগীর আত্মীয়ের নগদ ৩৫ হাজার টাকা আর দামী মোবাইল ফোন খোয়া

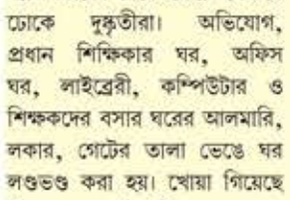

গেলো ক্যানিং হাসপাতাল চত্বর থেকে। এমন ঘটনায় হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে রোগী ও তাদের আত্মীয়দের মধ্যে। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে অতি তৎপরতার সাথে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। যদিও খোয়া যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়নি।

জানাগিয়েছে উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের বাসিন্দা বৈভব কুমার মিশ্র কর্মসূত্রে কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোরের ৭ টাফি রোডের জিলুপুরা এলাকায় থাকেন। তিনি বিয়ে করেছেন কোচবিহার জেলায়। সেখান থেকে গত প্রায় ছয়মাস আগে সন্তান সম্ভবা স্ত্রী দিয়া বর্মন মিশ্র কে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন গোসাবার সাতজেলিয়ায় এক বন্ধুর বাড়িতে। সেখানে গত পাঁচদিন আগে বৈভব কুমারের স্ত্রী দিয়া বর্মন মিশ্র এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। সদ্যজাতের শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় চিকিৎসার জন্য গোসাবা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ওই সদ্যজাতের অবস্থা আরো সংকটজনক হলে মঙ্গলবার চিকিৎসকরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সিসিইউ তে চিকিৎসা চলছে ওই সদ্যজাত শিশু পুত্রের। সেই মতো বৈভবকে রাত্রী যাপণের জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে যাত্রী বিশ্রামাগারে বিশ্রামের জন্য থাকতে হতো। গত বুধবার রাতে হাসপাতালের যাত্রী বিশ্রামাগারে ঘুমিয়েছিলেন বৈভব। ভোর তিনটে নাগাদ বুঝতে পারেন তার মানী ব্যাগ ও মোবাইল ফোন খোয়া গিয়েছে। তিনি বৃহস্পতিবার ক্যানিং থানা একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

হাসপাতালে আসা অন্যান্য রোগীর পরিবার পরিজনেদের দাবী প্রায় প্রতিদিন রাত্রে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের যাত্রী বিশ্রামাগার থেকে টাকা ও মোবাইল ফোন খোয়া যাচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন যদি একটু সতর্কতা অবলম্ব করলে দুষ্কৃতিদের আনাগোনা কমবে। এমন ঘটনাও বন্ধ হবে।

গোপালপুরে রাস্তার বেহাল দশা

আমান মোল্লা : ক্যানিং গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাল ডাক্তারের নার্সিংহোম থেকে ধপার মোড় পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার রাস্তা কুড়ি বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পনে রয়েছে। জেলে পাড়ার বাসিন্দা সুনীল সরদার বলেন কিছু ঢালাই ফেলা আছে।

তারপর থেকে কোথাও পাইলিং নেই পুকুরের মধ্যে ইট নেমে চলে গেছে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নন্দ কিশোর সর্দার বলেন, আমাদের ফান্ডে টাকা নেই। আমরা কোথাও থেকে রাস্তা করব। নতুন করে ফান্ড আসলে এইসব রাস্তা গুলির কাজ শুরু করতে পারব। ধোপার মোড়ের বাসিন্দা গোপাল মন্ডল বলেন যখন ভোট আসে তখন প্রধান থেকে মেম্বাররা বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়। তারপর কোন কাজ হয় না। এখানে একটা প্রাইমারি স্কুল আছে, একটা আইসিডিএস আছে, এসএসকে স্কুলও আছে। রাতের বেলা যদি কোন মানুষের কিছু সমস্যা হয় অ্যাম্বুলেন্স তো আসা দূরের কথা ভ্যান পর্যন্ত ওই রাস্তায় ঢুকতে পারবে না। জেলেপাড়ার কালিপদবাবু বলেন, আমরা আর নেতাদের কাছে যাব না, আগামী পঞ্চায়েত ভোটে আমরা ভোট বয়কটের ডাক দেব।

গ্রাম জুড়ে জলের হাহাকার

ফারুক মোল্লা : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ক্যানিং গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ধর্মতলা জল প্রকল্প অবস্থিত। বর্তমান পাম্প চালক রবিরাম মন্ডল বলেন আমরা সমস্ত জায়গায় জল দিতে পারছি না, গোপালপুরের একটা অংশ কেটে বাদ যাচ্ছে। যেখানে তিনটি পাম্প চালানো দরকার। সেখানে একটা পাম্প অনেকদিন থেকে খারাপ হয়ে পড়ে আছে। দুটি পাম্পে জল ওঠে। এই প্রেসারে খুব বেশি দূর জল দিতে পারছি না।

আমরা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে অবিলম্বে পাম্প সারাবার আবেদন করেছিলাম, কিন্তু এখনও কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দারা বারবার গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে অভিযোগ করছেন। তবুও অবস্থা বদলাচ্ছে না। স্থানীয় সতীশ মণ্ডল বলেন, কল আছে জল নেই। গ্রামের প্রতিটা বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা যাবে ট্যাপ বসানো আছে কিন্তু জল নেই। জলের হাহাকার সেই ভাবেই আছে। মনে হচ্ছে সমস্যা দূর হবে না। এই জলপ্রকল্পের পাইপ লাইনের রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকাদারও সদ উত্তর দিতে পারল না। বলল, কোথায় পাইপ ফেটে জল আটকে যাচ্ছে দেখতে হবে। চেষ্টা করছি ব্যাপারটা ঠিক করে দেওয়ার। গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বলেন অনেক দিনের পাইপ বসানো তো মাটির মধ্যে ফেটে যেতে পারে। দেখছি কি করা যায়? যুব সভাপতি মহাসিন মোল্লা বলেন, ' জলের ব্যাপারটা আমার নলেজে ছিল না। দেখছি যত তাড়াতাড়ি পারি মানুষের বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়া যায়। অবিলম্বে আমি পাম্পের ব্যাপারে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব যাতে খুব তাড়াতাড়ি ওই পাম্পটি সারিয়ে দেওয়া যায়।

ডাকাতির ছক বানচাল, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

সুব্রত মন্ডল : বারুইপুর থানার পুলিশ ফুল তোলা সংলগ্ন এলাকায় নাকা চেকিং করার সময় প্রেস স্টিকার লাগানো একটি নীল রঙের গাড়িকে সন্দেহ হলে তাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। কথায় অসঙ্গতি পেলে শুরু হয় তল্লাশি। তল্লাশির পর বেরিয়ে পড়ে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কেউটে। উদ্ধার হয় একটি ওয়ান সাটার পাইপ গান সহ ডাকাতির একাধিক যন্ত্রপাতি। ডাকাতি করার উদ্দেশ্যেই তারা যাচ্ছিল বলে স্বীকারক্তি করেছে তারা। ধৃত তিনজনের নাম আশীফ লস্কর, মোহাম্মদ হাইবুল ইসলাম গাজী ও প্রবীর মন্ডল। তিনজনই

মগরাহাটের বাসিন্দা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বারুইপুর থানার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রবীর ঘোষ বলেন, আপনাদের সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য, কোনরকম সন্দেহজনক প্রেস ষ্টিকার লাগানো গাড়ি আপনাদের সন্দেহ হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে জানান।

আমরা তৎপরতার সঙ্গে সেই গাড়িকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। এবার প্রেস লেখা গাড়ি ও বাইকের উপর পুলিশ বিশেষ নজরদারি রাখবে।' পুলিশের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, ঘটিয়ারী শরীফে এক সোনার দোকানে ডাকাতির ছক ছিল ধৃত ডাকাত দলটির। এর আগেও এরা কুলপির নিশ্চিন্তিপুরে ডাকাতি করেছে। প্রেস লেখা গাড়ি দেখে সাধারণত পুলিশ সেভাবে তল্লাশি করে না। এই সুযোগটাই এরা কাজে লাগায়। অন্যদিকে বারুইপুর থানার পুলিশ কাটাখাল বাইপাস এলাকা থেকে আর এক দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করে। ধৃতের নাম ইখতিয়ার হোসেন ওরফে খরগোশ। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে তিনটি বন্দুক এক রাউন্ড কার্টুজ।

হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ারনেস

প্রিয় মুখার্জী : গত ২৭ শে নভেম্বর মানবাধিকার সচেতনতা এবং সুরক্ষার জন্য সর্বভারতীয় সংস্থা অল ইন্ডিয়া অরগানাইজেশন ফর হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ারনেস এন্ড প্রটেকশন এর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আজ বারুইপুর রেলগেট সংলগ্ন সিলভার স্পুন বাঙকোয়েট হলে প্রথম জেলা সম্মেলন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সভাপতি নজরুল ইসলাম সরদার উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডক্টর শেখ মকবুল আহমেদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির কার্যকরী সদস্য দীপান্বিতা কোলে, রাজ্য কমিটির সম্পাদক তারাশঙ্কর রায় চৌধুরী, কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সম্পাদক রতন শর্মা এবং কোষাধ্যক্ষ

বিশ্বনাথ দাস সহ একাধিক নেতৃত্ব। অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক হিমাদ্রি শেখর রায়। সাধারণ মানুষের অধিকার ও সুরক্ষা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয় এই সম্মেলনে। মানুষের পাশে থেকে, মানুষের সাথে থেকে, সমাজের অবহেলিত, নির্যাতিত মানুষের জন্য কাজ করাই এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বিশেষত সুদুর সুন্দরবন,গঙ্গাসাগর থেকে আরম্ভ করে সারা ভারতবর্ষের প্রান্তিক মানুষদের জন্য বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা ও আইনি জটিলতা সমাধানের জন্য সব সময় মানুষের পাশে আছে এই সংগঠন। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সভাপতি নুর ইসলাম সরদার। সমস্ত ব্লক থেকে আগত নেতৃত্ব দের ব্যাচ পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। সঞ্চালনা করেন সংগঠনের জেলার সহকারী সভাপতি কাজী আহমেদ হোসেন।

মৎস্য চাষিদের নতুন দিশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অধিনস্ত ভুবনেশ্বরের কেন্দ্রীয় মিষ্টিজল জীবপালন অনুসন্ধান সংস্থা প্রায় দেড় দশকের চেষ্টায় ২০২০ সালে গলদার নতুন একটি প্রজাতি সৃষ্টি করেছে। নতুন এই প্রজাতির নাম হল 'সিফা–জিআই স্ক্যাম্পি'। মৎস্য বিজ্ঞানী ডঃ বিন্দু রমন পিল্লাই ও তাঁর সহকারী বৈজ্ঞানিকরা উন্নতজাতের এই গলদা চিংড়ির প্রজাতি তৈরি করেছেন। নতুন প্রজাতির এই গলদা চিংড়ির বৃদ্ধি ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা সাধারন গলদা চিংড়ির তুলনায় অনেকটাই বেশি। সিফা ও রাজ্য মৎস্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে রাজ্যে প্রথম দফায় প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা সেন্ট্রাল সেক্টর স্কীমের আওতায় পরীক্ষামূলক ভাবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া ব্লকের কয়েকজন প্রগতিশীল মাছ চাষিদের মাধ্যমে ২০২১–২২ বর্ষে এই নতুন প্রজাতির গলদা চিংড়ির চাষ শুরু করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় দফায় সিফা, আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র– রহড়া ও শষ্য শ্যামলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে ২০২২–২৩ বর্ষে এই

নতুন প্রজাতির গলদা চিংড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং ব্লকের কোড়াকাটি ও কুমার শা চক গ্রামের প্রগতিশীল মাছ চাষিদের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক ভাবে চাষ শুরু করা হয়েছে।

আই সি এ আর– সিফা–র তরফ থেকে এই স্ক্যাম্পি টি এম ও কার্পের মিশ্র চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন: সিফা–জিআই স্ক্যাম্পি টি এম–র চারা, রুই–কাতলা মাছের চারা ছাড়াও পুকুরে প্রয়োগ করার জন্য চুন, গোবর, সিঙ্গেল সুপার ফসফেট ও মাছের খাবারের জন্য বাদাম খোল ও সিফা– র প্রস্তুতকরা মাছের ভাসমান খাবার চাষীদের সরবরাহ করা হয়। গত ২২ নভেম্বর মঙ্গলবার এই গলদা চাষের প্রগতি দেখতে ক্যানিং ব্লকের অন্তগর্ত কোড়াকাটি গ্রামের সাগর দাস ও কুমারশা চক গ্রামের কৃষ্ণপদ হালদার, গৌর সর্দার ও অলোক মণ্ডল এর মৎস্য খামার পরিদর্শন করলেন মৎস্য বিজ্ঞানী ডঃ ফারহানা হক, সিফা– রহড়া'র প্রধান ডঃ শুভেন্দু অধিকারী ও শস্য শ্যামলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মৎস্য বিশেষজ্ঞ ডঃ স্বাগত ঘোষ। বিজ্ঞানীরা উন্নতজাতের এই গলদা চিংড়ির বৃদ্ধি ও মাছ চাষিদের আগ্রহ দেখে খুশি। এদিন মৎস্য বিজ্ঞানীরা মাছ চাষিদের গলদা চিংড়ির চাষ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। এই নতুন প্রজাতির উন্নতজাতের গলদা চিংড়ি সম্পর্কে জানিয়ে, দেশীয় প্রজাতির গলদা চিংড়িকে জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে আরও উন্নত করে বৃদ্ধির হার দ্রুত করার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তৈরি করা হয়েছে। এরফলে একদিকে যেমন গলদা মীন মাত্র তিন মাসের মধ্যে ৪০–৪৫ গ্রামে পরিনত হয়েছে অন্যদিকে এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সাধারণ গলদার তুলনায় অনেকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই চিংড়িরুই, কাতলার সঙ্গে মিশ্র পদ্ধতিতে চাষ দারুণভাবে সফল। সিফা–রহড়া'র প্রধান ডঃ শুভেন্দু অধিকারী বলেন সিফা–জিআই স্ক্যাম্পি টি এম চাষে সফলতা দেখে অন্য চাষীরাও আগামীদিনে এই চাষে আগ্রহী হবেন।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বেহালা মিউনিসিপ্যালিটির এ হাল কেন?

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সি, এম, ডি, এর আনুকূল্য লাভ করে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া এলাকা যখন এগিয়ে চলেছে তখন কলকাতার পাশের ঘর বেহালা এলাকায় আজও বর্ষায় পথ চলা দায়, একমাত্র সড়ক ডায়মণ্ড হারবার রোডের প্রশস্তীকরণ না হওয়ায় 'ট্রাফিক জ্যাম' জনজীবনে এক দুঃসহ ব্যাধির মত যন্ত্রণা দায়ক হয়ে উঠেছে। এছাড়াও কাঁচা ড্রেনের নরককুণ্ডে লক্ষ লক্ষ মশার জন্ম, কল ও আলোর দুরাবস্থা, খেলার মাঠ, এবং টাউন হ'ল আজও বেহালাবাসীর স্বপ্নতুল্য। এতদ সত্ত্বেও ট্যাক্সের খড়্গ কিন্তু যথারীতি মধ্যবিত্ত এবং স্বল্পবিত্তদের উপর প্রতি পাঁচ বছর অন্তর চাপের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৬ নভেম্বর ৭২ বড়িষা স্কুলে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি আহুত এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই সভায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক তরুণ গুহ, বেহালার বিরাট লোক সংখ্যার তুলনায় উন্নতির অগ্রগতি অত্যন্ত শ্লথ এবং এর মূলে নোংরা রাজনীতিই প্রধান অন্তরায় বলে বর্ণনা করেন। শ্রী গুহ বলেন, অশুভ শক্তির যারা বাহন তাদের মুখোস খুলে দিয়ে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের দিয়ে একটি সুস্থ পরিকল্পনার মাধ্যমে যদি এগুনো না যায় তবে বেহালার উন্নতি কোন দিনই সম্ভব নয়।

সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে বৈদ্যপাড়া হাইস্কুলের সম্পাদক শ্রীসত্যরঞ্জন দাশগুপ্ত জনজীবনের অন্যান্য দুর্ভোগের সঙ্গে 'খেলার মাঠ' এবং পার্কের অভাবটি বিশেষভাবে আলোচনা করে বলেন– বেহালায় এমন একটু জায়গা নেই যেখানে ছেলেরা তাদের খেলাধুলের দৈনন্দিন অনুশীলন চালাতে পারে, বাড়ীর বৃদ্ধ, শিশু এবং মহিলারা কাছাকাছি একটু পায়চারী করার মতো পার্ক পর্যন্ত নেই। এসব ব্যাপারে মিউনিসিপ্যালিটিকে জানিয়েও কোন ফল হয় না। মিউনিসিপ্যালিটিতে অর্থের অভাব আমাদের অজানা নয় কিন্তু যদি সৎ প্রেরণা নিয়ে সরকারী দপ্তরে চাপ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা হয় তাহলে নিশ্চয়ই কিছু কাজ হতে পারে কিন্তু সে চেষ্টা থেকে কমিশনাররা একদম বিরত।

সভায় সভাপতি ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল শ্রীঅক্ষয় বসু মজুমদার, শ্রীদাসগুপ্তের সুরে সুর মিলিয়ে বলেন, উন্নতির প্রধান অন্তরায় মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষের কর্মোৎসাহের অভাব। এই প্রসঙ্গে তিনি কয়েক বছর আগে একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন– এক সময়ে বেহালা মিউনিসিপ্যালিটি শ্রী মজুমদারের উপর প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের ভারপন করে। শ্রীমজুমদারও পরম উৎসাহ নিয়ে একটি কর্মসূচি তৈরি করেন এবং সেই অনুযায়ী তিনি সকল কমিশনারের কাছে তাঁর নিজ নিজ এলাকায় কোথায় কোথায় প্রাইমারী স্কুলের প্রয়োজন আছে তার বিবরণ জানতে চান কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য কোন কমিশনারই তা জানালেন না। এই ভাবে অবশেষে উন্নয়ন পরিকল্পনা বিস্তৃতির পথে তলিয়ে গেল। আজও যখন শোনা যায় যায়গার অভাবে নাকি টাউন হল হচ্ছে না তখন শ্রী মজুমদার জানালেন পুরানো সখের বাজার ষ্টেশনের পূব দিকে তিন একর জমি পঃ বঙ্গ সরকার টাউন হলের জন্য দিতে প্রস্তুত, সিএম ডি এর কর্তৃপক্ষ বলছে টাকার অভাব হবে না। তবুও আমরা পিছিয়ে কেন? এর ছোট্ট উত্তর মিউনিসিপ্যালিটি তৎপর হীন।

মিউনিসিপ্যালিটির উদ্যোগের কত অভাব তার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গেল, তারাতলাস্থ সি,এম,ডি,এ অঞ্চল অফিসে। খাটা পায়খানার অবলুপ্তি ঘটানোর জন্য সি,এম,ডি,এ স্যানিটারী পায়খানা করার জন্য বাড়ীর মালিকদের ১২০০ টাকা অনুদান দিচ্ছে। সর্ব সাকুল্যে ১৬০০ টাকা অর্থাৎ ৪০০ টাকার বিনিময়ে একটি স্যানিটারী পায়খানা হচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়ে মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে তেমন কোন তৎপরতার লক্ষণ আমাদের গোচরে আসে নি।

ওই অবস্থার অবসান ঘটাতে, সভায় জনমত জাগ্রত করার এক কর্মসূচী গৃহীত হল। আলিপুর বার্তার সম্পাদক শ্রীবিরুপাক্ষ চট্টোপাধ্যায় পত্রিকার পক্ষ থেকে এই কর্মসূচীকে ফলবতী করার জন্য যথাযথ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

৭ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা; ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ : ২রা ডিসেম্বর ১৯৭২

যত অপরাধ বীরভূমে

উদ্ধার অবৈধ কাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে উনত্রিশে নভেম্বর রাতে বৈধরা ব্রীজ থেকে অবৈধ কাঠ বোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান উদ্ধার করল নলহাটি থানার পুলিশ। তিনজন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলো রামপুরহাট থানার বগটুই গ্রামের নূর মহম্মদ শেখ, রুপলাল শেখ,মহিলাল শেখ।

পিকআপ ভ্যানটি ঝাড়খন্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছিল বলে জানা গিয়েছে। তিরিশে নভেম্বর রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

কাশবনে বিধ্বংসী আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিনপাই গ্রামে ষাটনং জাতীয় সড়কের পাশে কাশবনে বিধ্বংসী আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয় ২৮ নভেম্বর সোমবার দুপুরে। স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, ৬০ নং জাতীয় সড়কের পাশে কাশবনে কেউ আগুন ধরিয়ে দেয়। দ্রুত তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ফলে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

অস্ত্রের ভাণ্ডার বীরভূম

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ২০ নভেম্বর রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ হাজীপুর কুলি রোডে আলচাপড়া মোড়ে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া তিন দুস্কৃতীকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করে মল্লারপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে একটি দেশী ওয়ানসাটার পাইপগান এবং এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ১৫ নভেম্বর রাতে ঝাড়খন্ড সীমানার নাচপাহাড়ী থেকে নম্বর প্লেটহীন মোটরবাইক থেকে দুটি নাইন এমএম পিস্তল, একটি ওয়ান শাটার এবং ১১ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে নলহাটি থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার হয়েছে ১ জন। ধৃতের নাম লালচাঁদ শেখ বাড়ি মধুপুর গ্রামে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ৩ ডিসেম্বর – ৯ ডিসেম্বর, ২০২২

যুদ্ধ

সারা বিশ্ব জুড়েই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছায়া ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে। প্রকৃতপক্ষে অঘোষিত বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ভারতবর্ষ জড়িয়ে পড়েনি। ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ভারতে মিত্রশক্তির সমস্ত অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা গিয়েছিল। ভারতভূমিতে আমেরিকার সেনাবাহিনীও ব্যবহার করেছিল। বিশ্ব রাজনীতির সমীকরণ ক্রমশই পরিবর্তন হয়েছে। সার্ক কিংবা নির্জোট সম্মেলন অনেকটাই নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। নানা আর্থিক রসায়ণের সম্পর্কে সারা বিশ্বেই একদিকে যেমন শান্তির জন্য প্রকাশ্যে নানা আলোচনা সম্মেলন হয় এমনকি নোবেল শান্তি ব্যবস্থাও আছে অন্যদিকে অস্ত্রের কারবার ক্রমশই ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। একদা সেই শীতল যুদ্ধের যুগ শেষ হলেও নতুন ভাবে উত্তাপ ছড়িয়েছে উন্নত দেশগুলির উদ্ধত মানসিকতার কারণে।

আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার শীতল যুদ্ধের সময় সারা বিশ্ব আড়াআড়ি ভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে ন্যাটো ভুক্ত দেশগুলির বদান্যতায় শান্তির বদলে অশান্তির কালো মেঘ ক্রমশই গ্রাস করছে বিশ্বকে। রাষ্ট্র সংঘে প্রধানত প্রভুত্ব করে যে রাষ্ট্রগুলি তা মূল্যবান মারণাস্ত্র কারবারের অন্যতম অংশীদার। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা পরমাণু শক্তিধর দেশগুলির হেফাজতে যে পরিমাণ পরমাণু বোমা মজুত রয়েছে তা যদি বিস্ফোরিত হয় তাহলে সৌরজগতের নীল গ্রহ বলে খ্যাত এই পৃথিবীর কোন অস্তিত্বই থাকবে না। এতো শান্তি মিছিল, এতো শান্তি সম্মেলনে সমস্ত কিছুই মিথ্যা হয়ে যায় যায় যখন ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধে প্রাণ হারায় দুই দেশের সামরিক ও অসামরিক অজস্র মানুষ। শিশুরা অনাথ হয় পরিবারগুলি ভেসে যায় অনিশ্চয়তার অন্ধকারে। তবু যুদ্ধ ঢক্কা-নিনাদ বিন্দুমাত্র স্তিমিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ইউক্রেনের পাশে ন্যাটো ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি থাকায় রাশিয়ার আক্রমণাত্মক লড়াই দীর্ঘায়িত হয়েছে।

এশিয়ার মধ্যে পাকিস্তান চিনের আগ্রাসী মনোভাব অজানা নয়। অন্যদিকে উত্তর কোরিয়াও স্বৈরতান্ত্রিক আচরণে কম যায় না। তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে চিন এবং জাপানের মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধের পরিবেশ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী দিনে যদি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ শুরু হয় সেক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান ঠিক কি হবে তা অনুমান করা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র এবং অক্ষ শক্তির মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার অন্যতম কারণ ছিল জাপানে হিরোশিমা নাগাসাকিতে পারমানবিক বোমা নিক্ষেপ। এর পরও দীর্ঘদিন জাপানে আমেরিকার সেনাবাহিনী অবস্থান করেছে। ভারতের ক্ষেত্রে যদি রাশিয়া চিন কোরিয়া একই পক্ষে যায় সেই শিবিরেও অবস্থানগত কারণে এবং আর্থিক কারণে ভারতকেও অবস্থান করতে হবে। জোট নিরপক্ষতার আদর্শ সেখানে কতটা বাস্তববাদী হবে তা আগামী দিনই বলবে। রাশিয়া ভেঙে যাওয়া সোভিয়েত রাশিয়া সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব আজও অটুট পারস্পরিক প্রয়োজনে দুজনকেই আজ সহনশীলও নির্ভরশীল হতে হয়েছে। উল্লেখ্য আমেরিকার চাপ থাকা সত্বেও ভারত বর্তমানে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যে পেট্রোলিয়ম আমদাননি করে রাশিয়া থেকে। এমনকি দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্র কেনার অন্যতম দেশ আজও সেই রাশিয়া। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠে যায় ভারত আজও স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারল না কেন?

নানা রাজনৈতিক কারণে, নানা আর্থিক কেলেঙ্কারির বদন্যতায় ভারত অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে অনেক আকারে ছোট দেশগুলি থেকে। এব্যাপারে সবচেয়ে বড় উদাহরণ পরমাণু বিধ্বস্ত জাপান। ভারতের রাজনৈতিক ওঠা পড়া ও রাজনৈতিক অস্থিরতর স্থিতিশীল ন হলে এই উপমহাদেশে আগামী যুদ্ধের জালে জড়িয়ে যাবে ১৩০ কোটির দেশ ভারত।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'বৈরাগ্য প্রকরণ'

রাজা দশরথ বিশ্বামিত্র মুনির এই প্রস্তাবে বিচলিত বোধ করলেন। কিশোর রামকে দুষ্ট রাক্ষস দমনে যুদ্ধ করতে প্রেরণ করা তাঁর অসঙ্গত মনে হল। দশরথ রাজা স্বয়ং সসৈন্যে দুষ্টের দমনে যেতে চাইলে বিশ্বামিত্র মুনি রাজাকে মনে করিয়ে দিলেন যে, কোন এক সময়ে রাজা মুনির মনোবাঞ্ছা পূরণের সঙ্কল্প করেছিলেন, এখন প্রয়োজনকালে তিনি তা পালন করতে চাইছেন না। রঘুকুলের বীরখ্যাতি ভূলুণ্ঠিত করে তিনি সুখ থাকুন। মুনি ক্রোধান্বিত হয়ে দশরথকে ইত্যাকার কিছু কঠিক বাক্য বললেন। বিশ্বামিত্র মুনি প্রস্থান করতে উদ্যত হলে বিচক্ষণ মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ট রাজাকে আশ্বস্ত করলেন, বিশ্বামিত্রের মত অস্ত্র বিশারদ, মন্ত্রবলে বলীয়ান থাকে রামের কোন রকম হানির আশঙ্কা থাকতেই পারে না, এবং দশরথের উচিত বীরের ন্যায় আচর করা। সঙ্কল্পের খেলাপ করা তাঁর আদৌ সঙ্গত নয়। গুরু বশিষ্ঠের এই কথা শুনে দশরথ নিশ্চিন্ত হয়ে রাম ও লক্ষ্মণকে রাজসভায় ডেকে পাঠালেন। কিন্তু পরিচারক রামের নিকট হতে ফিরে এসে বলল তীর্থ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই চিন্তামগ্নতা, বিষন্নতা, কর্ত্তব্যে উদাসীনতায় রাম সর্বদা আচ্ছন্ন হয়ে আছেন 'যাচ্ছি' বলেও আবার চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পরেছেন। এই কথা শুনে বিজ্ঞ বিশ্বামিত্র বুঝলেন রামের অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে, যা অতি মঙ্গলজনক। তাই রামকে রাজসভায় নিয়ে আসার জন্য পুনরায় লোক পাঠান হল। রাম, লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন রাজসভায় এসে কলল গুরুজনকে যতারীতি প্রণাম অভিবাদন জ্ঞাপন করলেন। রাজা দশরথ, মুনিবর বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র মুনি একে একে রামকে বোঝালেন, তাঁর এই হতাশাগ্রস্ততা আদৌ বীরসুলভ নয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

বিলম্বে বোধদয় বড্ড দেরি হয়ে গেল

নির্মল গোস্বামী

মুখ্যমন্ত্রী অতি সম্প্রতি আক্ষেপের সুরে খেদোক্তি করেছেন। তিনি বলছেন, 'যখনই আমি চাকরি দিতে যাই, তখনই কেউ না কেউ মামলা করে তা বন্ধ করে দেয়।' মামলাকারীদের জন্য রাজ্যের বেকার যুবক যুবতিরা চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর এতো মামলা হচ্ছে যে তা চালাতে সরকারের রাজকোষ শূন্য হয়ে যাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে এমন নির্ভেজাল সত্য কথা বঙ্গবাসী অনেক দিন শোনেনি। সত্য কি? না সত্য হল মামলা হচ্ছে। আর একটা সত্য হল যে মামলা চালাতে সরকারের দেদার টাকা খরচ হচ্ছে। এটাই হল রাজ্যের নির্মম সত্য। এখন জনগণের কাছে মূল প্রশ্ন হল এই পরিস্থিতি তৈরি হবার জন্য দায় কার? মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এর দায় মমলাকারী কিছু সংগঠন ও বিরোধী দলের ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছেন।

ভাবখানা এই রকম যে তিনি নির্দোষ। যত দোষ সব নন্দ ঘোষদের। আমাদের দেশের রাজনীতিকরা কোনদিনই নিজেদের দোষ স্বীকার করতে চায় না। নিজেদের ব্যর্থতার দায় ঘুরপথে অপরের ঘাড়ে চাপাতে যত দড়, তার সিকি ভাগ তৎপরতা যদি দেশের সার্বিক উন্নয়ণের চিন্তায় ব্যয় করত তাহলে ভারতবর্ষের হাল আজ এরকম হত না। কেন্দ্রীয় সরকারের বয়স দশবছর হতে চলল, তবুও দেশের যে কোন সমস্যার জন্য গান্ধী পরিবারকে দায়ী না করে উপায় নেই। নিজেদের ব্যর্থতা তো আর নিজমুখে স্বীকার করতে পারবে না। তাহলে দেশটা তো অন্যরকম হয়ে যেতো।

আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথা নতুন করে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। সকলেই জানে যে তিনি বিষয় ঘোরাতে কতটা অভিজ্ঞ। দলের নেতা থেকে কর্মী, এমএলএ এমপি থেকে মন্ত্রী কারো কোন দোষ তিনি দেখতে পান না। আর যেহেতু তৃণমূল দলের মধ্যে এবং সরকারের মধ্যে একমাত্র তিনিই দেখেন, তিনিই শোনেন, তিনিই বোঝেন এবং যা করার তিনিই করেন, তাই অন্য কারো কোন কিছুর দায় থাকে না।

আমরা জানি কলেজে কলেজে চূড়ান্ত গুণ্ডাগিরিকে বাচ্চা ছেলেদের কাজ বলে এড়িয়ে যান। বীরভূমের নেতা প্রশাসনকে চোখ রাঙালে বিরোধীদের মেরে কোমর ভেঙে দিলে বা পুলিশকে বোম মারার কথা বললেও তাঁর উপর স্নেহের প্রলেপ পড়ে। তিনি তিরস্কার না করে বলেন ওর মাথায় অক্সিজেন কম ঢোকে তাই উল্টো পাল্টা করে ফেলে। সরকারের বিভিন্ন পরিষেবার বদলে যারা জনগণের কাছ থেকে ঘুষ খায় তাদের শাস্তি দেন না। তিনি লোক দেখানো বলে দেন কাটমানি ফেরত দাও। কজন ফেরত দেয় আর কতজনের বুকের পাটা আছে কাটমানি ফেরত চাইবার সে কথা বিবেচনায় আসে না। নারদায় নেতা মন্ত্রীরা টাকা নিলে দোষ হয় না। দু-তিন লাখ টাকা একটা টাকা হল! পার্টির জন্য সবাই করে। এটা দুর্নীতিই নয়– বিরোধীদের চক্রান্ত মাত্র! পার্টির মহাসচিব আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে থাকলেও তা দুর্নীতি নয়। কেউ কেউ ভুল করতেই পারে। ভুল করে বান্ধবীর ঘরে ৫০ কোটি নগদ টাকা এবং ১০ কেজি সোনার গহনা লুকিয়ে রেখেছে এমন বিরল ভুলের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দ্বিতীয় রহিত। আবার এই ভুলের স্বপক্ষে নেতাজির উক্তিকে তিনি কোট করেন 'ভুল করা মানুষের অধিকার'। যারা কাজ করে

তারা ভুল করে। সিবিআই কেষ্টকে ধরলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন অমন লাখো কেষ্ট তৈরি করব। মূল বিষয় থেকে মানুষের মনকে ঘুরিয়ে দিতে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী।

ফলে এই যে সত্য কথন এর মাধ্যমে তিনি সরকারের এবং তাঁর ব্যর্থতার দায়টা ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। তিনি বোঝাতে চাইছেন তিনি চাকরি দিতে কত উদ্গ্রীব। আর রাজ কোষের অর্থ যাতে বাজে খরচ না হয় তার জন্য কত সচেষ্ট।

প্রথমেই প্রশ্ন হল সরকার কেন কোর্টে যাবে? সরকার যদি আইন মাফিক কাজ না করে তাহলে বেনিফিসিয়ারী যে কেউ কোর্টে তার আর্জি জানাতে পারে। সেখানে কোর্ট বিচার করে রায় দেন। রায় মেনে নিলেই আর কোর্টে যেতে হবে না। চাকরি প্রার্থীরা কোর্টে গেছে সেখানে ব্যাপক দুর্নীতি ধরা পড়েছে বলে। সরকার সদুত্তর দিতে পারছে না। তাই বিভিন্ন নিয়োগ জটিলতা তৈরি হয়েছে। এই জটিলতা বিরোধী দলগুলো তৈরি করে নি। তৃণমূল সরকারের অবৈধ কৃতকর্মের জালে তারা নিজেরাই জড়িয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছে তার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে কোন দল মামলা করেনি। কারণ তারা যেখানে সরকার চালায় সেখানে তারাও নিয়োগে হেরফের করে। তাই তারা চুপ। কিন্তু অন্যায় ভাবে বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীরা তারা কেন চেষ্টা করবে না? তারা তো আইনের দরজায় যাবে ন্যায় বিচারের জন্য। তাহলে মামলার জন্য প্রকৃত দোষী কে হল? একটা কথা আছে 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না'। এখানেও নিজের বা দলের বা সরকারের অন্যায় কাজের অভিমুখ ঘোরাবার চেষ্টা।

মামলার খরচ নিয়ে কথা উঠলে বলতে হবে মামলা কি সরকার করেনা? সরকারী কর্মচারীদের ডি. এ. দিতে হবে তা কি সরকার বোঝে না। যদি না বুঝে থাকে যদি সত্যিই ভুল বুঝে থাকে তাহলে অন্যান্য রাজ্যের ভূমিকা থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। তা না করে বার বার হারা সত্বেও মামলা লড়ে যাচ্ছে। শোনা যায় শুধু ডি এ আটকাবার জন্য ৩০ কোটি খরচ হয়েছে। সারদা-নারদা মামলায় যারা দোষী তারা শাস্তি পাবে। সরকারের মাথা ব্যথা কেন? সিবিআই তদন্ত যাতে না হয় তার জন্য সুপ্রিম কোর্টে ১১ কোটি খরচ করেছিল রাজ্য সরকার। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের মামলা কেন রাজ্য সরকার লড়বে। অভিষেক মনু সিংভিকে উকিল নিযুক্ত করেছে রাজ্য সরকার। তাঁর ফি কোটি টাকা। হাওড়ার পরিবেশকর্মী তৃণমূলের নেতা তপন দত্ত খুনের মামলা যাতে সিবিআই এর হাতে না যায়, তার জন্য রাজ্য সরকার মামলা লড়ছে। একজন তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছে। তার পরিবার চাইছে সিবিআই তদন্ত হোক। রাজ্যে তৃণমূল সরকার। তবু সরকারের মাথা ব্যথা কেন? খুনে যারা জড়িত তাদের জন্য সরকারের কোষাগারের পয়সা কেন খরচ হবে? যে ইচ্ছা তদন্ত করুক তাতে সরকারের হস্তক্ষেপের কথা নয়। এরকম হাজারো কেস আছে যা সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে মামলা লড়ে খরচ করেছে। শুধু মামলা লড়ে কোষাগার শেষ হয়ে যাচ্ছে? কয়েক হাজার ক্লাবকে ৫ লাখ টাকা বিলোবার কি প্রয়োজন ছিল। টাকা না পেলে ক্লাবগুলো কি সব উঠে যেতো? হাজার হাজার পুজো কমিটিকে ৬০ হাজার করে টাকা না দিলে কি পুজো বন্ধ হয়ে যেতো? যখন লক্ষীর প্রকল্প চালু করলেন তখন কি রাজকোষ উপছে পড়ছিল? রাজকোষ দিয়ে স্থায়ী উন্নয়ন না করে শুধু ভোট কেনার স্বার্থে টাকা বিলোলে– যা হবার তাই হয়েছে। এখন বেকায়দায় পড়ে রামনাম গাইছেন। বে-হিসেবী খরচের দায় মামলাকারী ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। দায়ে পড়ে বিরোধী দল নেতাকে সম্মান জানিয়ে চা-খাওয়াচ্ছেন। সকলে মিলে কেন্দ্রের কাছে টাকার জন্য দরবার করতে বলছেন। এটা নাকি সৌজন্যের রাজনীতি। এটা ঠেলায় পড়ে সৌজন্য যদি নাও হয়, তবে বলতে হবে বড় দেরি হয়ে গেল।

দেশ দেশান্তরে

চিনে জনরোষ

প্রণব গুহ

দেশ স্বাধীন, অথচ দেশবাসী স্বাধীনতার দাবিতে প্রতিবাদে উত্তাল। এমন যখন হয় তখন বুঝতে হবে একগুঁয়ে অমানবিক শাসক শাসনের নামে গলা টিপে ধরেছে স্বাধীন দেশবাসীর। ঠিক এই অবস্থা এখন চিনের। কোভিড বিধির কড়াকড়ির নামে সেখানে চলেছে স্বাধীন দেশবাসীর স্বাধীনতা খর্ব করার শাসন। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। বিক্ষোভ আছড়ে পড়ছে শাসক ও তার দলের উপর। বিশ্ব জুড়ে দাদাগিরি করার দায়ে অভিযুক্ত শি জিন পিং এবার নিজেই পড়েছেন ফাঁপরে। বেজিং, সাংহাই কোথাও বাদ যাচ্ছে না বিক্ষোভ। ইট পাথর ছোঁড়াও বাদ যায়নি বিক্ষোভে। এক দল আবার সাদা কাগজ নিয়ে প্রতিবাদে সামিল। সকলেরই দাবি কোভিড বিধির নামে নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি চাই। অভিযোগ কোভিড রুখবার নামে মানুষের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে সরকার। প্রতিবেশী দেশের জমি ছিনিয়ে নিতে যিনি সর্বক্ষণ পরিকল্পনা করেন তিনি দেশের মানুষের এই বিক্ষোভেই কাত।

বিশেষজ্ঞদের মতে চিনের জিরো কোভিড নীতির জনাই যত বিপত্তি। চিনকে কোভিড শূন্য করতে গিয়ে নাগরিকদের ঘর থেকে বের হওয়া থেকে পরিবহনে নিষেধজ্ঞা কোনো কিছুই বাদ দেয় নি জিন পিং সরকার। ফলে চিনাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তো বাড়েই নি বরং নতুন নতুন ভারিয়েন্ট নিয়ে ফিরে ফিরে এসেছে কোভিড। গত মঙ্গলবার চিনে এক দিনে কোভিড আক্রান্ত হয়েছে ৩৮৪২১ জন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন চিন রয়েছে ভয়ঙ্কর অবস্থায়। যে কোনো সময় কোভিডের নয়া ভ্যারিয়েন্ট আক্রমণ করতে পারে চিনাদের। একে আটকাতে ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক প্রতিবাদীদের দমন পীড়নে নেমেছে শি সরকার। ফলে অবস্থা আরও চরমে উঠেছে। সাংবাদিদেরও ছেড়ে কথা বলছেন না জিন পিং। গ্রেফতার করছে, জেলে পুরছে, সংবাদে সেন্সর করছে। চিনে যেন জরুরি অবস্থা চলছে। আর জরুরি অবস্থার কি জ্বালা তা ভারতবাসী হাড়ে হাড়ে জানে। এর ফলে যে জনরোষ তৈরি হয়েছিল তার থেকে বাঁচতে পারেন নি জনপ্রিতার শীর্ষে থাকা ইন্দিরা গান্ধীও।

আসলে জিন পিং পড়েছেন ফাটা বাঁশে। সকলের নিশ্চই মনে আছে চিনের উহান শহরে উৎপত্তি হয়েছিল কোভিডের। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে সারা বিশ্বকে বিপদে ফেলেছিল চিন। চিনের এই আচরণে ক্ষেপে গিয়ে বড়ো বড়ো দেশ চিন থেকে তাদের ব্যবসা তুলে নিতে শুরু করেছে। জাপান, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইংলন্ড সকলেই চিন থেকে পাততাড়ি গোটাতে উঠে পড়ে লেগেছে। এদের ফেরাতে নিজেকে কোভিড শূন্য প্রমান করতে মরিয়া চিন। আর এখানেই চরম ব্যর্থ জিন পিং। সকলে যখন কোভিডকে সঙ্গে নিয়ে বাঁচতে শিখছে তখন টিকাকরণটাও ঠিকভাবে করতে পারেনি চিন। এর আগেও একবার কোভিড মুক্ত হওয়ার ভান করেছিল চিন, কিন্তু সেটা যে ডাহা মিথ্যে ছিল আজকে তার প্রমান মিলছে। বহু দিন ধরেই একদলীয় দাদাগিরিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে চিনবাসী। তাই শুধু জিন পিং নয় কম্যুনিস্ট পার্টিটাকেই সরাতে আওয়াজ উঠেছে চিনে। খোলা হাওয়া আদৌ ফিরে পাবে চিনের মানুষ নাকি দমন পীড়নেই গুমরে মরতে হবে তাদের সেটা নিয়েই আগ্রহ বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষের।

কথায় আছে শাসককে বদলাতে পারে জনমত। সেটাই ঘটলো চিনে। চাপে পড়ে পিছু হটতে শুরু করেছে সরকার। স্বভাবতই বিক্ষোভ কিছুটা প্রশংমিত হয়েছে। বন্ধ থাকা দোকান বাজার খুলতে শুরু করেছে। যে শাসক সেনাবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র, পরমাণু অস্ত্রের ভয় দেখায় বিশ্ববাসীকে তাকেও আজ জনমতের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছে। এটাই শাসকের শিক্ষা। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এমন শাসক কিন্তু বিরল নয়। মুখে তিনি যাই বলুন মনের মধ্যে সুপ্ত বাসনা থাকে সকলে তার সুরেই সুর মেলাক, তাকেই মেনে নিক সবাই।

কিন্তু এই মানসিকতা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক, এতে বিপদ বাড়ে সাধারণ মানুষের।

পাঠকের কলমে

কেবল পাঠ্যক্রমের নীতিপাঠে নৈতিকতা আসে না

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী স্কুলের পাঠ্যক্রমে নীতিশিক্ষা পাঠদানের ব্যবস্থা করতে বলেছেন শিক্ষক দিবসের এক অনুষ্ঠানে। তাঁর এই ভাবনা বা পরিকল্পনা যে মহৎ তা সকলেই বলবেন। কারণ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় তাহলে নীতিশিক্ষা বলে কিছুই নেই। তাই মাননীয়ার এই ভাবনা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তাঁর প্রশংসার সঙ্গে সেই প্রশ্নটিও ওঠে যে ক্ষমতায় এগারো বছর থাকার পর তাঁর নীতিমালার কথা মনে হল কেন? তিনি কি মনে করেছেন যে পাঠ্যক্রমে নীতিপাঠ না থাকার কারণে রাজ্যজুড়ে তাঁর অনুগামী নেতাদের স্পর্শে দুর্নীতির বিচ্ছুরণ ঘটছে? আর এই বিচ্ছুরণে তাঁর দল ও সরকারের নেতামন্ত্রীরা ক্রমশই আলোকিত হচ্ছে। তাই কি তিনি সত্যি সত্যিই চাইছেন আগামী প্রজন্মের মধ্যে সততার বীজ বপন হয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন উঠে আসে। তা হল নীতিশিক্ষা কে দেবে? সেই শিক্ষক কোথায়? বাংলায় শিক্ষকপদের নিয়োগ দুর্নীতি যেভাবে প্রকাশ্যে এসেছে, সেই পথে আগত শিক্ষকদের কাছে ছাত্ররা কি আদৌ নীতিশিক্ষা পাবে? পিছনের দরজা দিয়ে ?? এই শিক্ষকগণ নীতিশিক্ষা দেওয়ার যোগ্য কি? শিক্ষা শুধু সিলেবাস পাঠ নয়। শিক্ষকের জীবনবোধ ছাত্রদের অন্যভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

বিদ্যাসাগর শিশুদের নীতিবোধ তৈরি করার জন্য নীতিকথার গল্পমালা শুধু রচনা করেননি, নিজের জীবন দিয়ে শিখিয়েছেন সামাজিক দায়বদ্ধতার শিক্ষা। তাই তিনি হয়ে উঠেছিলেন সমাজের প্রকৃত শিক্ষক।

আজকের সময়ে নীতিহীনতার পরিচয় যা চোখে পড়ে তা কি শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাবে বলা যায় কি? আসলে শিক্ষা শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেয় না। সমাজ ও তার চারপাশ থেকে শেখারও জমি তৈরি হয়। সততা, নৈতিকতার পাঠ সমাজের চারপাশের এই জমি থেকেই তৈরি হয়। আজকের সমাজের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আর এমন কোনো সমাজ আছে কি যা আজ রাজনৈতিক ছোঁয়া বহির্ভূত। কোনো ব্যক্তি যতই সে নিজেকে অরাজনৈতিক বলুক না কেন, সে কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো না কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সমর্থক। যেমন সরকারের সব সিদ্ধান্তে রাজনীতি থাকে না এমন কথা বলা যায় না। সরকার যখন রাজনীতির প্রোডাক্ট, তখন তা অরাজনৈতিক হবে তা বিশ্বাস করা যায় না।এই সময়ে তার প্রতিফলন নিয়ে যুক্তিতর্ক ছাড়াই তার বিচার করা যায়। সমাজের প্রতিটি কোণায় আজ রাজনীতির অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। সমাজের ভাঙাগড়ায় তার অস্তিত্ব যেমন, তেমন তার স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করে সমাজের স্বাস্থ্য। আর সমাজের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে যখন রাজনীতির মননশীলতা হারিয়ে যায়। এখন রাজনীতির মননশীলতা একপ্রকার তলানিতে এসে পৌঁছেছে। নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে কেবল তর্কে পরস্পরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। তাই বাংলার শাসকদলে নিরানব্বই দশমিক নয় নয় শতাংশ সততার দাবি জোরগলায় করতে শোনা যায়। সততার কথা জোরগলায় প্রমাণ করতে হয় নাকি তা কাজে প্রমাণ করতে হয়, এ প্রশ্ন মানুষের মনে উদয় হলেই মঙ্গল।

বাংলায় হিসাব বহির্ভূত টাকার পাহাড় থেকে ভূঁইফোড় সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠার কাহিনীর নায়ক হয়ে বাংলার নেতা মন্ত্রীদের জড়িয়ে পড়ার ঘটনা নীতিশিক্ষার অভাবে কিনা তা কি বলা যায় ? আবার নীতিশিক্ষার অভাবে তাঁরা ভুল করেছে বলে কি বলা যায় ? নাকি নীতিশিক্ষার অভাবে তাঁরা কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় তার সঠিক বিচার করতে পারে নি। এ কথার প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রীর একটা কথা বলতে হয়। তিনি দুর্নীতিতে নাম জড়ানো এক নেতাকে 'বীর' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। একজন নেতা যখন ভূঁইফোড় সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠে তখন সে হয়তো সততা ও নৈতিকতার প্রশ্নের উর্ধ্বে। তাই হয়তো তিনি এই উপাধি দিতে পারেন। শিক্ষক দিবসের ওই অনুষ্ঠানে আবার তিনি বলেছেন কেউ সঙ্গদোষে বিপথে যায় আবার কেউ অবসাদে, তাদেরকে ভালবাসা দিতে হবে। তাই হয়তো তিনি বীরের সম্মান দিয়ে তাদের ভালবাসতে চান। কারণ তিনি সঙ্গদোষ সম্বন্ধে জানেন। তাঁর দলের অধ্যাপক এক নেতা অত্যন্ত ভদ্র বলে পরিচিত এই নেতার মন্তব্য শালীনতা হারালে কাদের সঙ্গদোষে তা পরিষ্কার নয় কি। আসলে নেতাদের সঙ্গদোষ দলের আদর্শ বহির্ভূত হলে সে দোষ দল এড়িয়ে যেতে পারে না, যখন তারাই বীরের সম্মান পায়। সমাজে রাজনীতির এই প্রতিফলন নীতিপাঠ বহির্ভূত নাকি শুধুই সঙ্গদোষ তা মানুষকেই বিচার করতে হবে। তবে শুধু নীতির কথা বললে চারপাশ নীতিময় হয়ে ওঠে না। এমন পরিবেশে বাংলার মানুষ কিন্তু অভ্যস্ত।

আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় নীতিপাঠেই নীতি ফিরে আসবে তা কিন্তু নয়। বিজ্ঞান পাঠে সকল ছাত্র কিন্তু বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠে না। তার প্রমাণ আজকের সমাজে সর্বত্র। আসলে যে শিক্ষায় প্রকৃত মানুষ গড়ে ওঠে তার উপস্থিতি আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় আছে কি নেই তা নিয়ে তর্ক যাই থাক, তাতে বিদ্যাসাগর মশাই যেভাবে মানুষ গড়তে চেয়েছিলেন তা কিন্তু নেই। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন বিজ্ঞান ভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী এমন শিক্ষাব্যবস্থা ও সিলেবাস যাতে সমাজের সাতপুরুষ মানুষ হিসাবে তৈরি হয়। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথও চেয়েছিলেন প্রকৃত মানুষ গড়ার শিক্ষা। মানুষ গড়ার শিক্ষা তাঁরা নিজেদের জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন। আজকে সেই জীবনের আলো ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে।

তাই বলা যায় যে কেবল স্কুলের নীতিপাঠে সমাজ নীতিময় হয়ে উঠবে তা কিন্তু নিশ্চিত নয়। শিক্ষক, নেতা, মন্ত্রী থেকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবন নীতিচর্চার সাথে একাত্ম না হলে নীতিকথা কেবল বইয়ের পাতা আর কথাতেই আটকে থাকবে।

পাঠক মিত্র
কলকাতা

তীর্থযাত্রীদের বার্জেই নদী পার করার দাবী

২০২৩'র ১৫ জানুয়ারি রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর ব্লকে অনুষ্ঠিত হবে গঙ্গাসাগর মেলা।

এই মেলা সফল করতে ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ শুরু করেছে।

গঙ্গাসাগর মেলায় আগত তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা বলয় তৈরির ক্ষেত্রে কোন স্তরে আপস না করার জন্য উৎসব সমন্বয় কমিটি জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছেন। আমাদের দাবী যত সংখ্যক যাত্রী লট-৮ থেকে মুড়ি গঙ্গা নদী পার হয়ে কচুবেড়িয়া দিয়ে মেলায় যাওয়ার জন্য আসেন তাদের সবাইকে 'ভেসেল' করে নদী পারাপার করা যায় না, এক সময় নদী পারাপারের জন্য।

'বার্জ' ব্যবহার করতেই হয়। সেই সময় তীর্থযাত্রীদের ভেসেল জেটি থেকে বার্জ জেটিতে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তীর্থযাত্রীদের এই বিড়ম্বনা থেকে রেহাই দিতে প্রথম থেকেই 'বার্জ' ব্যবহার করা হোক।

পাশাপাশি ভেসেল পরিষেবা ও মুড়ি গঙ্গা নদী পারাপারের কাজ সচল রাখতে নদী ড্রেজিং কাজটি যথাযথ ভাবে হতে হবে। এই কাজটির প্রতি বিশেষ নজর রাখা দরকার।

১৪১টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জেলায় উপস্থিত তীর্থ যাত্রীদের সেবার কাজে যুক্ত থাকেন। তার মধ্যে মাত্র পাঁচটি সংস্থার 'অল গেট পাস' লাগে। কতিপয় ব্যক্তি ওই পাশগুলি নিয়ে নেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে কমিটির আবেদন হল যে পাঁচটা সংস্থার পাশ লাগে তাদের পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে সরাসরি আবেদন করে অফিস থেকে ওই সংস্থার প্রতিনিধিকে পাশগুলি দেওয়া হোক।

গোবিন্দ চক্রবর্তী
আহ্বায়ক
উৎসব সমন্বয় কমিটি

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

ভোটার তালিকায় বিশেষ সক্ষমদের তালিকাভুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বের সুদীর্ঘ সংবিধান সৃষ্টির সেই ঐতিহাসিক দিন ২৬ নভেম্বর বেহালাস্থিত ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুলের সেমিনার হলে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য নির্বাচন সংক্রান্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এক অনুষ্ঠান হয়ে গেল প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের নাম নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্তির বিশেষ সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি – ২০২৩ উপলক্ষ্যে। উপস্থিত থেকে এই কর্মসূচিকে সমৃদ্ধ করেন অ্যাডিশনাল চিফ ইলেকটোরাল অফিসার সঞ্জয় বসু, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট(এলআর) হরসিমরণ সিং, ডেপুটি চিফ ইলেকটোরাল অফিসার সুব্রত পাল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের অফিসার ইনচার্জ সুব্রত পালিত, বেহালা পূর্বের ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার অভিষেক বিশ্বাস, কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা লিসা বন্দ্যোপাধ্যায়সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিকরা। সঞ্জয় বসু বলেন, পিডব্লুডি অ্যাপের মাধ্যমে বিশেষভাবে সক্ষম ভোটাররা নিজেদের নাম ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত যেমন করতে পারবেন, তেমনই নির্ভুলরূপে সংশোধনও করতে পারবেন সহজতর অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে। এছাড়াও কেবলমাত্র ১৯৫০ নম্বরে ফোন

করে সকল ব্যক্তিরা নির্বাচন সংক্রান্ত তাদের সকল তথ্য পেয়ে যাবেন মোবাইলে। সঞ্জয় বসু আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন চায় বিশ্বের বৃহৎ গণতন্ত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠার তালিকায় অন্তর্ভূক্তিকরণ হোক সরল ও সকলের নাগালে।

এবার থেকে ভোটদানের নির্দিষ্ট বয়সের প্রাক্ মুহূর্তে থাকবে নিবন্ধীকরণের এক বিশেষ সুবিধা। অর্থাৎ নতুন ভোটারদের জন্য এক সরল সুযোগ, যার দ্বারা আঞ্চলিক, রাজ্য থেকে দেশের সব কোণায় থাকা সকল ভোটারা বিশেষ নির্বাচক তালিকাভুক্ত হবেন। জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে পরিবেশিত হয় খোকন কর্মকার ও তার সম্প্রদায়ের নির্বাচনী বিষয়ক সচেতনতামূলক লোকসংগীত। এদিন বিশেষ সক্ষমদের অ্যাপ পিডব্লুডি-আইকন রূপে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আইকন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থ বিশ্বাস।

ক্যানিং এসডিও রোডে অবাধে কাটা হচ্ছে মূল্যবান গাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার সাত সকালে অবৈধ গাছ কাটলো বেশ কয়েকজন। যে গাছ গুলি বেশ মূল্যবান। আর এমনি চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের মাতলা এক নম্বর অঞ্চলের ক্যানিং এসডিও রোডে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ২০১৮ সালে মহত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে ১০০ দিনের কাজে জব কার্ডের বেনিফিসিয়ারিরা ক্যানিং এসডিও রোডের দুধারে সোনাঝুড়ি, শিশু, মেহগুনি, দেশী নিম সহ বিভিন্ন প্রজাতির মূল্যবান গাছের চারা রোপণ করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে এবং ভূমিক্ষয় রোধে মাতলা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের

উদ্যোগে। আর এই গাছের সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। ফলে ক্যানিং এসডিও রোড ও মাতলা নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছে সবুজায়ন। গাছ গুলি দীর্ঘ সাড়ে ৪ বছরে যৌবনে পরিণত হয়েছে। আর এই তরতাজা গাছগুলিকে অবাধে কাটা হচ্ছে এমনি অভিযোগ। আর এই বিষয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে বিভাগীয় দফতর গুলি। এই ভাবে গাছ কাটা কে কেন্দ্র করে ক্ষুব্ধ এলাকার ভোটাররা। ফলে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে বড়সড় ভোট ব্যাঙ্কে ধাক্কা খেতে শাসক দল এমনি মতামত ভোটারদের মধ্যে। এলাকার ভোটাররা ক্ষোভের সঙ্গে অভিযোগ করে বলেন শাসক দলের বেশ কিছু নেতার মদতে চলছে বৃক্ষ ছেদন। এমনকি রাতের অন্ধকারে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে ক্যানিং এসডিও রোড ও মাতলা ব্রিজ রোডে দুধারে অবৈধ ভাবে দোকানপাট। এ বিষয়ে ডিএমডিসি সুরজিত ভর জানান ক্যানিং এসডিও রোডের দুধারে গাছ কাটা হয়েছে এমনি খবর পাওয়া গেছে। তবে কারা এই গাছ কেটেছে এবং বন দফতরের অনুমোদন নিয়েছে কিনা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে মাতলা রেঞ্জ বন বিভাগ জানান ক্যানিং এসডিও রোডে গাছ কাটার জন্য কেউ বন দফতরের অনুমোদন নেয়নি।

তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দলে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো গোসাবা।সোমবার শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের শম্ভুনগর পূর্বপাড়ার সক্রিয় তৃণমূল কর্মী মনোরঞ্জন মন্ডল কে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠলো অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধ।সক্রিয় ওই তৃণমূল কর্মীর পিঠে গুলি লাগে বলে অভিযোগ।

জানা গিয়েছে পেশায় চাষি সক্রিয় তৃণমূল কর্মী মনোরঞ্জন মন্ডল জেলাপরিষদ সদস্য অনিমেশ মন্ডলের অনুগামী।এদিন রাতে স্থানীয় শম্ভুনগর বাজার থেকে সাইকেলে চেপে বাড়িতে ফিরছিলেন। বিদ্যাধরী নদীর পাড় দিয়ে রাতে বাড়ি ফেরার সময় তার বাড়ির ঢিল ছোঁড়া দুরত্বে জনাদশেক দুষ্কৃতি তার পথ আটকে দাঁড়ায়। মুহূর্তে গুলি ছুড়লে ওই তৃণমূল কর্মী পিঠে গুলি লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায়

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মনোরঞ্জন। গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়ে প্রতিবেশীরা দৌড়ে আসে। সুযোগ বুঝে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতিরা গা ঢাকা দেয়। স্থানীয়রা গুরুতর জখম অবস্থায় ওই তৃণমূল কর্মীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ওই তৃণমূল কর্মীর অবস্থার অবনতি হলে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। সোমবার গভীর রাতে কলকাতার হাসপাতালে ওই তৃণমূল কর্মীর অস্ত্রোপচার হয়। তার পিঠ থেকে গুলি বের হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীর অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। মনোরঞ্জন মন্ডলের দাবী পিতৃ নির্দেশ পালন করার জন্য জন্মলগ্ন থেকেই তিনি তৃণমূল কংগ্রেস দলটা করে আসছেন। অভিযোগ তিনি যাতে বিজেপি দলে যোগদান করেন সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন এলাকার বিজেপি কর্মী তথা বর্তমানে তৃণমূল কর্মী চিত্ত ওরফে বরুণ প্রামাণিকের দলবল। সেই নির্দেশ তিনি উপেক্ষা করে তৃণমূল কংগ্রেস করার জন্য তাকে গুলি করে খুন করার চক্রান্ত করা হয়েছে।আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীর দাবী বিজেপি নেতা চিত্ত প্রামাণিকের মদতে অসীম মন্ডল ও দেবব্রত হালদার'রা গুলি চালিয়েছে।অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে শাস্তি দিক পুলিশ প্রশাসন।

অন্যদিকে দলীয় গোষ্ঠী কোন্দলের অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল নেতা চিত্ত ওরফে বরুণ প্রামাণিক জানিয়েছেন 'আমি প্রায় চারদিন ধরে শ্বাসকষ্টে ভুগছি। অ্যাপেলো হাসপাতালে চিকিসাধীন ছিলাম। দুদিন হলো ছুটি পেয়ে বারুইপুরের বাড়িতে রয়েছি।ঘটনায় আমাকে জোর করে বিজেপি বলে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে। আমি যদি বিজেপি হলাম তাহলে ২০২১ সালে ১২ সেপ্টেম্বর কিভাবে আমার হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলেদিলেন গোসাবার তৃণমূল নেতৃত্ব? তাও খোদ বিধায়ক সুব্রত মন্ডল, জেলাপরিষদ সদস্য অনিমেশ মন্ডল, গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অচীন পাইক, গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি কৈলাশ বিশ্বাসদের সামনে। লজ্জাজনক কথাবার্তা বলছে কেউ কেউ। তবে পুলিশকে বলেছি যারা এই কাজে যুক্ত তাদেরকে গ্রেফতার করে শাস্তি দিক। এমন ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না।'

অন্যদিকে মঙ্গলবার সকালেই আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে স্বান্তনা দেওয়ার জন্য কয়েক হাজার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থক সহ হাজির হন জেলাপরিষদ সদস্য অনিমেশ মন্ডল, গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অচীন পাইক, গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি কৈলাশ বিশ্বাস,গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তাপস মন্ডল সহ অন্যান্যরা।

তাঁরা গোষ্ঠী কোন্দলের কথা অস্বীকার করেন। তাঁদের দাবী এটা বিজেপির জঘন্যতম কার্যকলাপ।ঘটনা বরুণ ওরফে চিত্ত প্রামাণিক এর অনুগামীরা ঘটিয়ে এলাকায় কর্তৃত্ব কায়েম করতে চাইছে। বিশেষ করে এই চিত্ত ওরফে বরুণ প্রামাণিক ২০০৮–২০১৬ পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলো। পরে তৃণমূল ছেড়ে ২০১৬ তে আরএসপি,২০১৮ তে নির্দল,২০২১ এ বিজেপি এবং সর্বশেষে বেগতিক বুঝে এবং নিজের অস্তিত্ব জাহির করতে ২০২২ এ বিধায়ক এর হাত ধরে তৃণমূল যোগদেয়। তৃণমূলে যোগ দিলেও দিনে তৃণমূল এবং রাতে বিজেপির সাথে সম্পর্ক রেখেই এলাকায় বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করছে। অবিলম্বে চিত্ত ও তার অনুগামীদের গ্রেফতার করে শাস্তি দিক পুলিশ প্রশাসন। পাশাপাশি দলীয় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কে জানানো হয়েছে যাতে করে এই সমস্ত দুষ্কৃতিদের দলে যেন ঠাঁই না হয়।'

এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদারের দাবী এটা তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের বহিঃপ্রকাশ। পঞ্চায়েত নির্বাচনে এলাকা উত্তপ্ত করে নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করতে চাইছে। বিজেপিকে দোষারোপ করে ফায়দা তোলার চেষ্টায় মরিয়া।'

অন্যদিকে ঘটনার পর শম্ভুনগরের পূর্বপাড়া এলাকার পরিবেশ রয়েছে থমথমে।বসেছে পুলিশ পিকেটও।

ঘটনায় মূল অভিযুক্ত দেবব্রত হালদার ঘটনার পর পালিয়ে গেলেও অপর এক অভিযুক্ত অসীম মন্ডল কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত কে মঙ্গলবার আদালতে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি অভিযুক্তদের ধরতে গোসাবা থানার পুলিশ এলাকায় চিরুনী তল্লাশি অভিযান শুরু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এদিন বিকালে ঘটনাস্থলে যান ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক দিবাকর দাস। তিনি জানিয়েছেন অভিযুক্তদের ধরতে এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে।ঘটনাস্থল থেকে একটি গুলির খোল ও একটি বুলেট উদ্ধার করা হয়েছে এবং ঘটনায় মূল অভিযুক্ত অসীম মন্ডল কে গ্রেফতার করে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজত চেয়ে আদালতে তোলা হয়েছে।'

দূর্নীতি মুক্ত পঞ্চায়েত গড়তে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সবার জন্য বার্ধক্য ভাতা, ১০০ দিনের কাজে যোগ্য লোকেদের নিয়োগ, দূর্নীতি মুক্ত পঞ্চায়েত গড়ার লক্ষ্যে আজ দুপুর তিনটা নাগাদ নিমপীঠ বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করলো জয়নগর ২নং ও কুলতলি এরিয়া কমিটির সদস্যরা, এদিনের এই কর্মসূচিতে অংশ নেন সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক শমীক লাহিড়ী, প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী, প্রাক্তন বিধায়ক

রামশংকর হালদার, সিপিআইএম নেতা অপূর্ব প্রামানিক,পুলক বসু সহ আরো অনেকে। এদিন রাজ্য সরকারের শিক্ষা স্বাস্থ্য, পঞ্চায়েতে লাগামহীন দূর্নীতির কথা উঠে আসে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া সিপিএমের কর্মীদের মধ্যে। সিপিএমের জেলা সম্পাদক শমীক লাহিড়ী এদিন বলেন,শাসক তৃনমূল ও কেন্দ্রের বিজেপির জন্য আজ মানুষ দিশেহারা। আমরা চাই দূর্নীতি মুক্ত পঞ্চায়েত গঠন করতে। মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে। এদিন বিক্ষোভের পরে বেশ কিছু দাবি সম্বলিত ডেপুটেশন পএ টি জয়নগর ২ নং বিডিওর কাছে জমা দেওয়া হয়।

আত্মঘাতী ছাত্র

অর্ঘ্য রায় : ফ্রী ফায়ার গেম খেলতে নিষেধ করায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ডায়মন্ড হারবার থানার দক্ষিন কুলেশ্বর গ্রামে। মৃত কিশোর দেবপ্রসাদ সর্দার (১২)। পরিবারের লোকজন জানায়, বেশ কয়েক বছর ধরে অনলাইন গেমে আসক্ত হয়ে পড়েছিল দেবপ্রসাদ। এনিয়ে পরিবারের লোকজন পড়াশোনাতে ক্ষতি হচ্ছে বলে তাকে গেম খেলতে নিষেধ করে। এমনকি তার থেকে মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। সেই সময় অভিমানে মোবাইল ফোন ভেঙে ফেলে ওই কিশোর। পরে আবারও মোবাইল ফোনে ফ্রি ফায়ার গেম খেলতে থাকে সে। গত মঙ্গলবার ফের মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে বকাবকি করে পরিবারের লোকজন । এর পরেই বৃহস্পতিবার সকালে নিজের বাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় ওই কিশোর। ডায়মন্ডহারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

বহড়ুতে এস ইউসিআই এর ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ত্রিস্তর পঞ্চায়েত এবং রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসকদলগুলির ব্যাপক দুর্নীতি ও সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য দাবিতে মঙ্গলবার বিকালে জয়নগর ১ নং ব্লকের বহড়ু বিডিও অফিসে ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করলো এসইউসি এর জয়নগর ১ নং ব্লক কমিটি সদস্যরা। এদিনের এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ কান্তি নস্কর, সুজাতা ব্যানার্জী, সুমন্ত গাঙ্গুলি, সবিতা দাস, সুবীর দাস সহ আরো অনেকে। এদিন এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে জয়নগর প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ

কান্তি নস্কর বলেন,বর্তমান রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতে ভুরি ভুরি দূর্নীতি করে চলেছে,জনপ্রতিনিধিরা নামে বেনামে জমি দখল করে চলেছে।প্রশাসনকে সামনে রেখে দূর্নীতি করে চলেছে।১০০ দিনের কাজে প্রকৃত গরীব মানুষরা কাজ পাচ্ছে না। একই ভাবে কেন্দ্রের সমালোচনা ও করেন তিনি।এদিন তাদের দাবি গুলো নিয়ে ৫ জনের প্রতিনিধি দল জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিৎ বিশ্বাসের কাছে জমা দেন। বিডিও তাদের দাবি গুলো খতিয়ে দেখার প্রতিশ্রুতি দেন।

পঞ্চায়েত ভোটের আগে দলবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজগ্রাম এবং কুন্ডলা অঞ্চলের প্রায় ৩৩০ জন তৃণমূল ছেড়ে জাতীয় কংগ্রেস ও বিজেপিতে যোগদান করলো ২০ নভেম্বর। বীরভূম জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি নাসিরুল সেখ নবাগতদের হাতে জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেন। মুরারই ১ নং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মোতাহার হোসেন, মুরারই ১নং ব্লক কংগ্রেস কার্যকারী সভাপতি মফিজুল ইসলাম খান, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হাসানুজ্জামান, সেখ বাপি সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বীরভূম জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি নাসিরুল সেখ বলেন, বর্তমানে তৃণমূল দলের দুরবস্থা আপনারা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। আগামীদিনে তৃণমূল দলটি আর থাকছে না। মানুষের কাছে এই দলটি গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। একে একে নেতারা জেলে যাচ্ছে। আগামীদিনে আরও দেখতে পাবেন, একটা চোর বাদ থাকবে না। আপনারা জানেন জাতীয় কংগ্রেসের বিকল্প কোনো দল হতে পারে না, একমাত্র জাতীয় কংগ্রেস হচ্ছে একটা গণতান্ত্রিক দল। জাতীয় কংগ্রেস দলই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারবে।

আগামী দিনে গোটা বীরভূম জেলা জুড়ে দেখতে পাবেন তৃণমূল দলের ভাঙ্গন। জাতীয় কংগ্রেস পঞ্চায়েতে ভালো ফল করবে এবং বিধানসভাতে ভালো ফল করবে এবং লোকসভাতেও আরো ভালো ফল করবে। কুন্ডলা গ্রামপঞ্চায়েতের তৃনমূলের প্রাক্তন সদস্য ব্যাবসায়ী তমাল মন্ডল সহ তিরিশজন বিজেপিতে যোগদান করে। নবাগতদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন রাজ্য বিজেপি সহসভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল,ভারতীয় জনতা যুবমোর্চা সর্বভারতীয় সহসভাপতি বিধায়ক অনুপ সাহা।

সাপ নিয়ে হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধানের গাদায় চন্দ্রবোড়া সাপ কামড় দিয়েছে ভাইকে। সেই সাপকেই প্যাকেটবন্দি করে সটান বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে হাজির হল দাদা। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে। জানা গিয়েছে, ঘোসা এলাকার বাসিন্দা রাজারাম সরদার। তাঁর ভাই প্রভাকর সরদার ধানের গাদায় কাজ করতে গিয়ে চন্দ্রবোড়া সাপের কামড় খায়। ডান হাতে ক্ষত হয়। ভাইকে সাপ কামড় দিয়েছে সেই সাপকেই প্যাকেটবন্দি করে ব্যাগে নিয়ে হাসপাতালের আপৎকালীন বিভাগে হাজির হয় দাদা রাজারাম সরদার। রাজারাম বলেন, চিকিৎসকরা যাতে বুঝতে পারেন ভাইকে কোন সাপ কামড় দিয়েছে তাই সাপটিকে প্যাকেটবন্দি করে হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। এদিকে, ভাই প্রভাকর সরদার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। সাপটিকে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেয়।

দুস্কৃতি ধরতে গিয়ে জখম হলেন কুলতলির দুই পুলিশ কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েত ভোট যত এগিয়ে আসছে দুস্কৃতিদের তান্ডব তত বেড়ে চলেছে। ক্যানিংয়ের পর এবার কুলতলিতে দুস্কৃতিদের হতে আক্রান্ত হতে হলদুই পুলিশকর্মী। কুলতলির চুপড়িঝাড়ার গাজিরহাট এলাকা থেকে গ্রেফতার হয় শাহাজান মোল্লা নামে এক দুস্কৃতি। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র–সহ কার্তুজ। গোপন সূত্রে রবিবার সন্ধ্যায় কুলতলি থানার পুলিশ খবর পায় গাজিরহাট এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বাজার এলাকার দোকানদারকে হুমকি এবং আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে এক দুস্কৃতী। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র–সহ শাজাহান মোল্লাকে আটক করে। প্রথমে সে পুলিশের হাত থেকে পালাবার চেষ্টা করে। ওই সময় পুলিশ এবং ওই দুস্কৃতীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে যায়। আর এই ঘটনায় এসআই দীপঙ্কর দাস–সহ আরও এক ভিলেজ পুলিশকর্মী দুধয়ালি মোল্লা গুরুতর জখম হন। আহত ২ পুলিশকর্মীকে প্রথমে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় জামতলার জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে অস্ত্র নিয়ে এক দুস্কৃতী এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল বলে সে খবর আসে পুলিশের কাছে। শাজাহান মোল্লা নামে ওই দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করে এবং ওর কাছ থেকে একটা ওয়ান শাটার ও এক রাউন্ড কার্তুজ পাওয়া যায়। আহত এস আই এর চিকিৎসা চলছে কুলতলি ব্লক হাসপাতালে এবং আহত ভিলেজ

সেই দুস্কৃতীদের ধরতে গিয়ে জখম হয় কুলতলি থানার দুই পুলিশকর্মী। পুলিশ ওই ব্যক্তিকে ধরার সময় ওই ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করে। আর তখন পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বেধে যায়, তাতেই জখম হয় বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ পুলিশের চিকিসা চলছে জয়নগরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে। এদিকে এই ঘটনায় ধৃতকে সোমবার কুলতলি থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক ১০ দিনেট পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

তৃণমূল নেতার ছেলে

প্রথম পাতার পর

শুধু এটাই না, জুলাই মাসের সোনা উদ্ধারের ঘটনাতেও অমিত ঘোষের নাম সামনে আসায় সোনা পাচারের সঙ্গে তাদের যোগ স্পষ্ট হয়। এদিকে ডিআরআই এর হাতে বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্কর আঢ্যর ছেলে শুভ আঢ্য ও শ্যালক অমিত ঘোষের গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই বনগাঁর রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। উল্লেখ্য, শঙ্কর আঢ্যর স্ত্রী জ্যোৎস্না আঢ্য বর্তমানে বনগাঁ পুরসভার উপ পুরপ্রধান। শুভ ও অমিত সম্পর্কে মামা–ভাগ্নে। তারা দুজনেই ফোরেন্স লিমিটেড নামক এক সংস্থার ডিরেক্টর পদে আছেন। কয়লা পাচার, গরুপাচার ইত্যাদি অভিযোগে যখন শাসক দলের একাধিক নেতার নাম জড়াচ্ছে, সে সময়েই সোনা পাচারে সামনে এল আরও এক তৃণমূলি যোগ।

এ বিষয়ে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক দেবদাস মণ্ডল তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'শঙ্কর আঢ্য সোনা পাচার সহ একাধিক অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। স্থানীয় সীমান্ত এলাকা দিয়ে যত সোনা পাচারের কারবার হয়, শঙ্করবাবু তার মূল মাথা। তার ছেলের গ্রেফতারিতে এটাই প্রমাণিত হল।' বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি তথা বাগদা বিধায়ক বিশ্বজিত দাস বলেন, 'আইন আইনের পথে চলবে। কেউ দোষী হলে আদালতই তার বিচার করবে।' তবে ব্যাঙ্কশাল আদালতে মামা–ভাগ্নে দুজনকে তোলা হলে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে অমিত শুভ উভয়েই জামিনে মুক্ত হন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল নেতা শঙ্কর আঢ্য সাংবাদিক সম্মেলনে করেন। সেখানে তিনি বলেন, 'স্থানীয় কিছু বিরোধী রাজনৈতিক মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও রাজনৈতিক ভাবে আমাদের বদনাম করার ও ফাঁসানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তবে আমার ছেলেকে এ ব্যাপারে যখনই ডাকা হবে তখনই যাবে।'

গঙ্গাসাগর বাঁচাতে লড়াইয়ে প্রকৃতি–প্রযুক্তি

প্রথম পাতার পর

তা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে সকলের মধ্যে। মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল এলাকাবাসী এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। তাদের মতে সাগরকে আটকানো প্রয়োজন, নয়তো গ্রাস করবে তাদের ব্যবসা ক্ষেত্র থেকে শুরু করে বিচরণ ক্ষেত্র। তাই প্রশাসনের এই উদ্যোগকে তারা বেশ আনন্দের সাথেই গ্রহণ করে নিয়ে কিছুদিনের সমস্যার মোকাবিলা করছে অদূর ভবিষ্যতের পথ চেয়ে। আবার কিছু মানুষের মনে বেশ খানিকটা ক্ষোভেরও সঞ্চার হয়েছে। তাদের মতে, এভাবে সাগর আটকানোর প্রচেষ্টা কতটা সফল হবে তা দেখার বিষয়। তাদের মতে এহেন প্রচেষ্টা যদি সফল করতেই হয় তাহলে প্রশাসনের ভিতরে থাকা অসাধু লোকেদেরকেও বাগে আনতে হবে কারণ শুধুমাত্র মুনাফার কারণে বাঁধ তৈরির জিনিসে যদি দুর্নীতি হয় তাহলে সে বাঁধ আবার সাগরের জলে তলিয়ে যাবে। তবে বৈজ্ঞানিক ভাবে এ বাঁধ তৈরি হচ্ছে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই একাধিক মন্ত্রী সহ জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা পর্যবেক্ষণ করে এসেছেন এই বাঁধ দেওয়ার কাজ যার পোশাকি নাম 'ট্রেটাপট'। এই ট্রেটাপট নিয়ে প্রশাসন যথেষ্ট আশাবাদী। তাদের ধারণা নতুন প্রযুক্তির এই বাঁধ বাঁচাবে গঙ্গাসাগর পর্যটন ক্ষেত্রকে।

তবে প্রকৃতি কতটা বিজ্ঞানের কাছে হার মানবে তা সময় বলবে। প্রকৃতি আর বিজ্ঞান দুইয়ের লড়াইতে কে জেতে এখন সেটাই দেখার বিষয়।

পঞ্চায়েত ভোটের মুখে

প্রথম পাতার পর

বাগদা তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক বিশ্বজিত দাস বলেন, 'নির্বাচনের আগে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে বিভিন্ন অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগটাও সেরকম কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এটা বলতে পারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গোটা রাজ্য জুড়ে উন্নয়নের জোয়ার বইছে। বিজেপি রাজ্যে ১৮টি সাংসদ আসন পেলেও কোনও কাজ করছে না। একারণে মানুষ তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট বাক্সে তারই প্রমাণ মিলবে। এমনটাই আমার বিশ্বাস।'

বন্ধ হচ্ছে

প্রথম পাতার পর

যেসব রেস্টুরেন্টে এমন হুক্কাবার চলছে, নোটিফিকেশন বার করে তাদের লাইসেন্স ক্যানসেল করা হবে। বেআইনি ভাবে কেউ চালালে কলকাতা পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। আগে তো ওপেন সিগারেট ব্যবহারে সমস্যা ছিল না। কিন্তু এখন আছে। এখন হুক্কাতেও তাই। এতে মাদকও মেশানো হচ্ছে এমন অভিযোগও শোনা যাচ্ছে।

মহানগরে

কুষ্ঠরোগীর খোঁজে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকায় কুষ্ঠরোগীর সন্ধানে কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়িবাড়ি যাবেন। একবিংশ শতাব্দীর এই দু'য়ের দশকেও যক্ষ্মার মতো কুষ্ঠ রোগ নিয়ে কলকাতাবাসীর মনে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। আর তার ফলেই সময় মতো অনেক রোগীর চিকিসা হচ্ছে না। তা-ই এবার কলকাতা পৌর এলাকায় কুষ্ঠরোগীর সন্ধানে স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়িবাড়ি যাবেন। ২৮ নভেম্বর কুষ্ঠ রোগ নিয়ে পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরে এক বৈঠক হয়। আর কলকাতাবাসীর কেউ এই রোগে আক্রান্ত কী না, সে তথ্য পৌর স্বাস্থ্য দফতরে নেই। তাই কলকাতায় কুষ্ঠ আক্রান্তদের যাতে সময় মতো চিকিৎসা করা যায় তাই এই উদ্যোগ।

শতাব্দী প্রাচীন কুষ্ঠ রোগ চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে শিয়ালদহ স্টেশনের কাছেই। ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোডে। উল্টোদিকে সূর্য সেন স্ট্রিট ক্রশিং। ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে মিত্র ইনস্টিটিউশন স্কুল। বাড়িটি একশো বছরের বেশি ভগ্ন অবস্থায় আগাছায় ভর্তি। প্রায় চার পুরুষ ধরে লেপ্রোসি চিকিৎসা চলছে। বর্তমান ডাক্তার সুকান্ত ভট্টাচার্য। এখন পারিশ্রমিক ৩০০ টাকা। তাঁর অ্যাসিটেন্ট তুলসী রাও ১৮ বছর ধরে এখানে যুক্ত রয়েছেন। আদি বাড়ি হায়দরাবাদে। ছোট থেকেই কলকাতায় আছেন।

ই এম বাইপাস ও মিলেনিয়াম এলো কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর ভেটোতে পূর্ব কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের রক্ষণাবেক্ষণসহ যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব কলকাতা পৌরসংস্থার হাতে এলো। এতদিন এই রাস্তাটির রক্ষণাবেক্ষণ করতো কেএমডিএ। গড়িয়া – দমদম মেট্রোরেলের কাজের সময় দেখা যাচ্ছে, রাস্তাটির যে সমস্ত জায়গা ছাই দিয়ে বোঝানো হয়েছে, সেগুলো সেভাবে শক্তপোক্ত করা হয়নি, ধস নামছে। তাই কলকাতা পৌরসংস্থার যখন নিজস্ব হটমিক্স প্লান্ট আছে তখন এই রাস্তাটির দায়িত্ব কলকাতা পৌরসংস্থার নিতে অসুবিধা কী আছে? পুরসভায় রোডসের কাজের যখন ভালো ভালো আধিকারিকরা আছেন। তখন অসুবিধা কী? উল্লেখ্য রক্ষণাবেক্ষণ, লাইট, নিকাশীনালা নির্মাণ, ই এম বাইপাসের দু'পাশের রাস্তা আগে থেকেই কলকাতা পৌরসংস্থার দায়িত্বে ছিলই। যেমন রূপে কলকাতা পৌরসংস্থা চৌরঙ্গীকে দেখে এবার থেকে ঠিক সেই একই রূপেই কলকাতা পৌরসংস্থা ই এম বাইপাসকে দেখবে।

কলকাতা নগরোন্নয়ন সংস্থার(কেএমডিএ) ভার দিন-দিন লাঘব করা হচ্ছে। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের পর এবার হুগলি নদীর পূর্ব পাড়স্থিত মিলেনিয়াম পার্কটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিল কলকাতা পৌরসংস্থা। আগেই রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব চেয়ে পৌর কর্তৃপক্ষ কেএমডিএ – এর সভাপতির কাছে আবেদন করেছিল। চলতি ডিসেম্বর মাসের কোনও একদিন এই পার্কটি আগের মতো আবার দর্শকদের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে। পৌরসংস্থা এই পার্কেই গঙ্গা আরতির ব্যবস্থা করতে চলেছে। নির্মাণ কাজ থেকে শুরু করে এতোদিন এই মিলেনিয়াম পার্কটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কেএমডিএ – র হাতে ছিল।

খাতায় কলমে বরাদ্দ হলেও মডেল বেলগাছিয়া বস্তি উন্নয়নে গাফিলতি

বরুণ মণ্ডল : অর্থ বরাদ্দের ও কাজের তথ্য দিয়ে বস্তি উন্নয়ন দফতরের মেয়র পারিষদ বলছেন বেলগাছিয়া বস্তিতে কাজ হয়েছে। আর স্থানীয় ওয়ার্ডের হালচাল সম্পর্কে সদা অবগত পৌরপ্রতিনিধি জানাচ্ছেন ওই বস্তিতে জনপরিষেবার হাল অত্যন্ত খারাপ। উত্তর কলকাতার ৩ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত বেলাগাছিয়া মডেল বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পে আজ পর্যন্ত কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে? স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি দেবিকা চক্রবর্তীর এই প্রশ্নের উত্তরে পুর বস্তি উন্নয়ন দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার জানান, বেলগাছিয়া মডেল বস্তি প্রকল্পে তদানীন্তন ডিপিআরে ২০১৭ সালের শেষের দিকে বরাদ্দ করা হয় ৭ কোটি ৫৭ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। তার মধ্যে এপর্যন্ত তিনটি পর্যায়ে ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আর এপর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। বেলগাছিয়া মডেল বস্তি প্রকল্পে কোন্ কোন্ উন্নয়নমূলক কাজ বস্তিতে করা হয়েছে? দেবিকা চক্রবর্তীর এই অনুসারী প্রশ্নের উওরে স্বপন বাবু বলেন, সাত রকম উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। নতুন শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে, বিভিন্ন মেরামতির কাজ করা হয়েছে, স্নানের জায়গা তৈরি করা হয়েছে।

পৌর অধিবেশনে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি অভিযোগ তোলেন, এতো সব উন্নয়নের কাজ করার পরেও বর্তমানে বেলগাছিয়া বস্তিতে আমি লক্ষ্য করছি, সেখানে জনপরিষেবার হাল অত্যন্ত খারাপ। তা-ই পৌর বস্তি উন্নয়ন দফতরের মেয়র পারিষদের কাছে জানতে চাই, বেলগাছিয়া মডেল বস্তি প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ ও কাজ কী সঠিক ভাবে সম্পন্ন হয়েছে? যদিও দেবিকাদেবীর এ প্রশ্নের উত্তর স্বপনবাবু এড়িয়ে যান। কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি।

দেবিকা চক্রবর্তী এ সম্পর্কিত চতুর্থ প্রশ্নে বলেন, যদি এখনও কিছু কাজ সম্পন্ন না হয়ে থাকে, তবে সেসব কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে বস্তি উন্নয়ন দফতরের আগামী দিনের পরিকল্পনা কী আছে? উত্তরে স্বপন সমাদ্দার জানান, বাকি কাজের কিছু কিছু এখনও চলছে। গত আগস্টের ২৯ তারিখে বাকি বরাদ্দের ২ কোটি ৭৩ লক্ষ ৪ হাজার ৩৮৪ টাকার বিষয়ে রাজ্যের নগরোন্নয়ন দফতরের কাছে আবেদন করা হয়েছে। এই অর্থটা পাওয়া গেলেই পুরোপুরি কাজ গুলো করা যাবে।

ভাড়াটিয়াদের রেন্টবিলে দিতে হবে ট্যাক্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার হুগলি নদীর পূর্ব পাড়স্থিত মধ্য কলকাতার ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের দীর্ঘ ১৮ বছর যাবৎ পৌরপ্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রতিনিধি সন্তোষ কুমার পাঠক কলকাতা পৌরসংস্থার ট্যাক্স আদায় ব্যবস্থাপনার গাফিলতি নিয়ে সমালোচনা করেন। সন্তোষবাবু অভিযোগ করেন, 'কলকাতায় প্রপার্টি ট্যাক্স আদায় ঠিক মতো না হওয়ার জন্যই প্রত্যেক বছর পৌর বাজেট অধিবেশনে ঘাটতি বাজেট পেশ করতে হচ্ছে। ট্যাক্স আদায়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি, যাতে ট্যাক্স আদায় হয়।'

সন্তোষবাবু জানান, 'আমার ওয়ার্ডে বিভিন্ন পুরনো বড়ো বড়ো বাড়ির সামনে গেলে দেখা যায় কলকাতার পৌরসংস্থা থেকে বড়ো বড়ো করে নোটিশ দিয়েছে এই বাড়ির ট্যাক্স বাকি আছে। কোনওটায় ৫ কোটি টাকা আবার কোনওটায় ৩ কোটি টাকা। কোনওটায় আবার ২ কোটি টাকা ট্যাক্স বাকি। আসলে, এই বাড়ির মালিকরা বাড়িগুলিকে পুরোপুরি ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। আর যখন মাসিক বিল করছে তখন প্রপার্টি ট্যাক্স বাকি থাকার কারণ দেখিয়ে রেন্ট বিলে একরকম জোর করে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ট্যাক্স বসিয়ে দিচ্ছে। ২০০ টাকা ভাড়ার জায়গায় ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা নিচ্ছে। কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থাকে এক পয়সাও প্রপার্টি ট্যাক্স দিচ্ছে না। আমি নিজে থেকে এরকম ৪ থেকে ৫ টি বাড়িতে গিয়েছি। কর্পোরেশনের ট্যাক্স কোটি কোটি টাকা বাকি আছে। পরিশ্রুত পানীয় জলের সরবরাহ ও ইলেকট্রিসিটি ব্যবস্থা সব কিছুই বেশ ঠিক মতো চলছে। টেনেন্ট থাকায় আর আমার ওয়ার্ডটির পুরোটাই তো কমার্শিয়াল এরিয়া ৫৩ টি ব্যস্ততম রাস্তা আছে কমার্শিয়াল বিল্ডিংস, ক্লাইভ বিল্ডিংস, ডালহৌসি স্কোয়ার, এজরা স্ট্রিট, ফেয়ারলি, গার্স্টিন, গভর্নমেন্ট, রেড ক্রস, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিট, রাধা বাজার লেন ও স্ট্রিট,

স্ট্যান্ড রোড, স্ট্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড ইত্যাদি হওয়ায় একটা ছোটোখাটো ঘরের বাৎসরিক ভাড়া ২০ লাখ টাকা, ৩০ লাখ টাকা আবার ৪০ লাখ টাকা ভাড়া। তাও পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এতো কিছু সত্ত্বেও কলকাতা পৌরসংস্থার প্রপার্টি ট্যাক্সের বেলায় ঢনঢন।

প্রস্তাবের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, প্রপার্টি ট্যাক্স আদায়ের বিষয়ে সন্তোষ পাঠক কিছুটা ভাবনাচিন্তা করেছেন। এটা বেশ ভালো। ট্যাক্স আদায় ভালো হলে পৌরবাসীকে ভালো পরিষেবা দেওয়া যায়। মহানাগরিক বলেন, আমরা এবার যেটা করেছি, সেটা হল – বকেয়া ট্যাক্স আদায়ে পোস্টারিং করা হয়েছে। এবছর পোস্টারিং ৪৪৮ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। আবার যে বাড়িতে প্রচুর ট্যাক্স বকেয়া রয়েছে, সেই প্রপার্টি এবছর ৬,৯০০ শতাংশ অ্যাটাচমেন্ট' করা হয়েছে। নাম্বার অফ অ্যাসেসিস সেটা এবার বাড়ানো হয়েছে। ১০১ থেকে ১৪১ নম্বর ওয়ার্ডে ট্যাক্স নেটওয়ার্কের জন্য যেসব আন-অ্যাসেসড্ প্রপার্টি আছে, এমন প্রত্যেকটা প্রপার্টিকে অ্যাসেসমেন্ট নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

এছাড়াও এবার থেকে প্রপার্টি ট্যাক্স নেটওয়ার্কে প্রমোটারদের নিয়ে আসা হয়েছে। পৌর বিল্ডিং দফতরে বাড়ি নির্মাণের প্ল্যান জমা পড়লেই, দেখা হবে কে প্রমোটিং করছে। এবার ফ্ল্যাট হয়ে গেলে, কমপ্লিশন সার্টিফিকেট(সি সি) নেওয়ার আগেই প্রমোটারের নামে সব প্রপার্টি ট্যাক্সের বিল চলে যাবে। আর রেজিস্ট্রি করাতে গেলেই ট্যাক্স জমা দাও। ফলে বা.ওয়ালা নিজে যতোটুকু পেয়েছে, তার ওপরেই ট্যাক্স দেবে।

আর সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট অফ প্রপার্টি ট্যাক্সের(ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম) আওতারে নিয়ে এলেই টেনেন্ট ও বাড়িওয়ালার রেসিও ফিক্সড হয়ে যাবে। আর সন্তোষবাবু যে বিষয়টা দিলেন, সেটা নিয়েও ভাবনাচিন্তা করছি।

লেন্স বার্তা

হকার সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে অপারেশন সানশাইন দিবসে আরও একবার হকাররা বুঝিয়ে দিলো একতার শক্তি। ধর্মতলায় হলো জনপ্লাবন। এইবারের দাবি 'রেলের হকারদের কেন্দ্রীয় হকার আইন, ২০১৪ তে অন্তর্ভুক্তিকরণ চাই'। পথে নামলো বঙ্গীয় হকার সম্মেলনের হাজার হাজার রেল, বাজার, ফুটপাথের হকার মা, ভাই ও বোনেরা।

উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত গভর্ণমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হয়। মানবাধিকার কর্মী অভিজিৎ বিশ্বাস (দেবা) ও পারমিতা ঘোষ একযোগে বলেন, 'এইডস–এর আন্দোলন ঠাণ্ডা ঘরে বসে হয় না। তাই বলি, 'পথে এবার নামো সাথী, পথেই হবে পথ চেনা।'

ডেঙ্গুর ভয় যতই থাক, কলকাতা আছে কলকাতাতেই। টালিগঞ্জ রেলব্রিজের নিচে বহু দিনের জঞ্জাল মশার অপেক্ষায়। ছবি : বিযুস চক্রবর্তী

বেহালা বড়িশার ২৩০ তম বর্ষের শ্রী শ্রী চন্ডী মায়ের পুজোয় মা দেবী চন্ডীর এ বছরের রূপ। ছবি : অরুণ লোধ

এখানে ওখানে

৮২ বছরেও তিনি 'এভার গ্রিন'। এখনও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষের ডাকে, মানুষের সাহায্যে সবাই পাশে পান তাকে। এমন অহংকার শূন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তণ রাজ্যপাল তথা এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সদা হাস্যময় চির বাঙালিয়ানায় ভরপুর শ্যামল সেনের জন্মদিন পালন করা হলো সেন বাড়িতেই ২৫ নভেম্বর। সকল বন্ধু বান্ধব শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন এদিনের সন্ধ্যায়। কেক কেটে সকলের সাথে মিলে মিশে গান শুনে এক আনন্দঘন মুহূর্ত পালন করলেন বলে জানালেন তিনি। টুবলু দত্ত তত্ত্বাবধানে শ্রী সেনের নামে এক পোস্টাল স্ট্যাম্পের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের মহারাজ নিত্যস্বরূপানন্দজী এবং কামারপুকুরের মহারাজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ড. মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন ফুটবলার অমিত ভদ্র, ডাঃ অশোক প্রধান সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। দেবারতি সোম গানের মূর্ছনায় সকলকে মুগ্ধ করেন।

শতবর্ষের মাইলস্টোনে ডাঃ হরমোহন সিংহ

দেবাশিস রায় : কাটোয়ার প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব তথা দেশের বিশিষ্ট সমাজসেবক ডাঃ হরমোহন সিংহ ১০০ বছর পার করলেন। এই উপলক্ষ্যে গত ২৮ নভেম্বর পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার খাজুরডিহিস্থিত 'আনন্দনিকেতন' প্রাঙ্গণে এক জমজমাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। দিনভর এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডাঃ হরমোহন সিংহের শততম জন্মদিন পালন করলেন তাঁর অসংখ্য গুন মুগ্ধজন। ভারতমাতার এই সুযোগ্য সন্তানের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে দলমত নির্বিশেষে হাজির হয়েছিলেন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেরা। এসেছিলেন রাজ্য বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, জেলা সিপিএমের সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, কলকাতার অর্ধ শতাধিক

বর্ষের ঐতিহ্যবাহী 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকার কর্ণধার প্রণব গুহ প্রমুখ। সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯২৩ সালের ২৮ নভেম্বর ডাঃ হরমোহন সিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। ডাক্তারি পাশ করার পর তিনি জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। একসময় সিপিএমের সদস্যপদ লাভ করেন এবং একাধিকবার কাটোয়া কেন্দ্র থেকে বিধায়কও নির্বাচিত হন।

বিধায়ক হিসেবে তাঁর অবদান কাটোয়াবাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাই এখনও তাঁকে কাটোয়ার রূপকার বলা হয়। মানবসেবার উদ্দেশ্যে তিনি 'সোসাইটি ফর মেন্টাল হেলথ কেয়ার' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। বর্তমানে যা 'আনন্দ নিকেতন' নামে দেশ-বিদেশে সুপরিচিত। মানবজাতির জন্য নিবেদিত এই মহান ব্যক্তি জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। পাশাপাশি দেশ-বিদেশের অসংখ্য সম্মান ও পুরস্কার লাভ করে ডাঃ হরমোহন সিংহ কাটোয়ার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। সংস্থার সম্পাদক সুব্রত সিংহ বলেন, ডাঃ হরমোহন সিংহের শততম জন্মদিনে অসংখ্য সাধারণ মানুষ শুভেচ্ছা জানাতে আনন্দ নিকেতনে এসেছিলেন। বিমান বসু এবারে এসে ডাক্তারবাবুকে শুভেচ্ছা জানানোর পর সামনেরবার ১০১ তম জন্মদিনেও আসার ইচ্ছা প্রকাশ করে গিয়েছেন তাঁর কাছে।

নেতাজি জনচেতনা যাত্রার পক্ষ থেকে ২৭ নভেম্বর এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে নবনির্মিত আলিপুর জেল মিউজিয়ামের কনফারেন্স হলে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শ প্রচার করে সকলের মনে তার চেতনা তুলে ধরাই লক্ষ্য ছিল এই অনুষ্ঠানের বলে জানালেন সংগঠনের সম্পাদক বোধিসত্ত্ব তরফদার। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেতাজির আত্মীয় জয়ন্তী রক্ষিত, বাংলাদেশ থেকে আগত সাংবাদিক এবং নেতাজি বিষয়ক গবেষক আশরাফুল ইসলাম সহ আরও অনেকে।

সংবিধান দিবস ও নানা কর্মসূচি রূপায়ণ
বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ নভেম্বর বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং বজবজ-২ নম্বর ব্লকের সূর্য সংঘের ব্যবস্থাপনায় সংবিধান দিবস উদযাপিত হল। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সংবিধানের প্রয়োগ হয়। ২০১৫ সালের ৯ নভেম্বর ভারত সরকার ২ নভেম্বর তারিখটিকে সংবিধান দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। কর্নেল দেবাশিস চৌধুরী (বঙ্গবাসী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক) স্বাগত বক্তব্য রাখেন। বজবজের বিধায়ক অশোক দেব এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বজবজ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, ডাঃ তরুণ রায়, পঞ্চায়েত সদস্যা চন্দনা মণ্ডল, তপন মাল, দিব্যেন্দু রায় প্রমুখ। সংবিধান দিবসের শপথ পাঠ করান মানস নস্কর। গত ২১ নভেম্বর চম্পাহাটি রায়পুর দীঘিরপাড় পঞ্চানন তলার যুবক সংঘের সহযোগিতায় ইউনিসেফ একটি বাস্তব সামাজিক প্রতিচ্ছবি হিসাবে পথ নাটক পরিবেশন করে । গত ২৭ নভেম্বর ইউনিসেফ লিঙ্গ বৈষম্য সম্পর্কে একটি পথনাটক করে ক্যানিং বাপুজি সংঘের ব্যবস্থাপনায়। গত ১ ডিসেম্বর বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং কালীনগর সাবমেরিন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় ওয়ার্ল্ড এইডস ডে পালিত হয়। এই কর্মসূচিতে ২০০ জন মানুষ অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি কর্মসূচিরই পরিচালনা করেন বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ রজত শুভ্র নস্কর। তাঁর সঙ্গে সহযোগী হিসাবে ছিলেন রিমি মজুমদার, তৃপ্তি পাল, সুমন পাড়ুই, গদাধর পাত্র, কৌশিক বাগ, স্বরূপ মণ্ডল, রমেশ দাস ও অধ্যাপক আদিত্য দাস এবং দফতরে এপিএ কপিল কুমার।

মাঙ্গলিকী

সরস্বতী নাট্যশালার থিয়েটার আড্ডা তপন থিয়েটারে

কৃষ্ণচন্দ্র দে

সরস্বতী নাট্যশালার থিয়েটার আড্ডা কতগুলি দিকের উন্মোচন ঘটালো। বিগত ১৪ নভেম্বর ২০২২ তপন থিয়েটারের তাপস জ্ঞানেশ মঞ্চে জমজমাট আড্ডার আসর বসলো সন্ধ্যা ছ'টায়। প্রথমেই বলে রাখি প্রায় আনুমানিক ৪৩ বছর ধরে আমি অন্তত: তিনশোর বেশি সেমিনারে যোগদান করেছি কখনো বক্তা হিসাবে কখনো বা আমন্ত্রিত অতিথি কিংবা সমালোচক হিসাবে। প্রায় সবগুলিই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়, ম্যাগাজিনে। কখনো ভাল লেগেছে কখনো বিরক্ত বোধ করেছি। ভাল লেগেছে বাংলা দেশের শিল্পকলা আকাদেমির মহাপরিচালক লাকি ভাইয়ের আহুত আলোচনা সভা কলকাতার শিশির মঞ্চে। দুই বাংলার দিকপালেরা প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বলতে কোন দ্বিধা নেই ১৪ তারিখের সেমিনার আমার মনে যেন এক দক্ষিণা বাতাস বয়ে আনলো। এমন সুন্দর আশা ব্যঞ্জক আলোচনা সচরাচর দেখা যায় না। বিষয় ছিল- থিয়েটারে বর্তমান সামাজিক সমস্যার অন্বেষণ।

উপস্থিত ছিলেন রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, অভীক ভট্টাচার্য, সত্যপ্রিয় সরকার এবং প্রেমাঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখেরা। সঞ্চালনায় সুশান্ত মজুমদার। প্রথম বক্তা অভীক ভট্টাচার্য বললেন, থিয়েটারে মস্তিষ্ক চর্চার ইতিহাস ক্রমাগত হ্রাস পেতে চলেছে। এর প্রভাবে তৈরি হবে নতুন নতুন সমস্যা তৈরি হবে আরও শূন্যতা। মানুষের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান বা ভাণ্ডার যদি হৃদয়ে অনুরণন না ঘটায় তবে তার সমস্ত কিছু ফাঁকা হয়ে যায়। প্রসেসটা যখন ঘনতর হয় প্রোডাকশানটা তখনই একটা কিছু হয়ে যায়। দর্শক রিলেট করতে পারে। হৃদয়ে জ্বালা যন্ত্রণা না থাকলে নাট্য চর্চা বা সামাজিক সমস্যার অন্বেষণ বা খোঁজ হতে পারে না। নাটকের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটাতে হয়। নাটকে গতিশীলতা আনতে একটা দ্বন্দ্ব থাকতেই হবে। কোন শিল্পচর্চা দ্বন্দ্ব ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না। নাটকের সহযোগী উপাদান যদি যুক্ত হয় কিন্তু যদি সামাজিক কোন সম্পর্ক তৈরি না হয় বৃহত্তর সমাজেও তার কোন ঢেউ তৈরি হবে না। তেমন কোন আন্দোলনই সৃষ্টি হবে না। অভিঘাতটা দরকার। এই অভিঘাত ও অভিযোজন দুটোই শৈল্পিক দৃষ্টিতে চাইতে হবে। দর্শককে একটু ধাক্কা দিতে হবেই।

আমরা বর্তমানে প্রযুক্তির ঘেরাটোপে প্রায় বন্দি হয়ে গেছি। আমরা যদি টেকনোলজিকে সুস্থ বোধ দিয়ে অনেকটা দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে পারি তবেই একটা নিনাদ তৈরি হতে পারে। একটা নতুন কাজ বা সৃষ্টি হতে পারে, অন্তত একটা সম্ভাবনা তৈরি হবে। রামকিঙ্করের প্রসঙ্গ টেনে বলেন শিল্পী যখন পোট্রেট করেন বা কোন কিছু আঁকেন সেটা দর্শক নিজের অবস্থানকে পরখ করে নিতে চান।

প্রেমাঞ্জন বললেন, আমি বিষয়টাকে একটু অন্য ভাবে দেখি। অনুদান ভিত্তিক থিয়েটার কি

নাটক

আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে, যদি না হয় তবে কোন ক্ষতি নেই। যদি সত্যি হয় তবে তা চিন্তার বিষয় বৈকি। থিয়েটার মুখোমুখি কথা বলা শেখায়। কোন ক্রাইসিসটা অতি সম্প্রতি আসছে সেটা নাটকের লোকেরা বুঝতে পারি। কারণ থিয়েটারের লোকেরা নিজেদের সেক্সপিয়ান বলে গর্ব করতে বা দাবি করতে ভালবাসী। ইবসেন, হ্যারল্ড পিন্টার স্যামুয়েল বেকেট কিংবা জর্জ বার্নার্ডশ রিয়ালিস্টিক ড্রামা তৈরি করলেন রোমান্টিসিজমকে একেবারে ছুড়ে ফেলে দিয়ে। থিয়েটারই পঞ্চম বেদ। তৈরি করলেন ভরতমুনি। করলেন সমস্তবেদকে অ্যামালগামেট করে। সতর্ক থাকতে হবে যে অনুদানভিত্তিক থিয়েটার আমাদের লড়াই করার মানসিকতায় ঘাটতি এনে দিচ্ছেনা তো? আমরা লড়াই করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছিনা তো? দীনবন্ধু মিত্র, উৎপল দত্ত কি নীলদর্পণ, কল্লোল লিখে ভুল করেছিলেন? আমার কাজ রাজনীতির ভুল বা তার অপপ্রয়োগকে সামনে তুলে ধরা। কেন আমরা ভয় পাচ্ছি, কেন আমরা রাজনৈতিক থিয়েটার করতে ক্রমাগত ভয় পেয়ে যাচ্ছি শুধু কালো তালিকা ভুক্তহবার ভয়ে। আমার প্রতিবাদের ভাষা প্রতিরোধের আগুনকে জ্বালাতে হবে। এটাই থিয়েটারের কাজ। এই দায় থিয়েটার এড়াতে পারে না। থিয়েটার সোচ্চার হোক। জীবন থেকে পালিয়ে কোন কালেই বাঁচা যায়নি।

রঞ্জনদা বললেন– আমি বরাবর প্রফেশনালিজমকে গুরুত্ব দিয়েছি। একটা ঐকতান বেজে উঠেছিল সারা উৎসব ঘিরে। রাষ্ট্র কিভাবে আমাকে দেখছে সেটা ভাবতে হবে। পরখ করে নিতে হবে। থিয়েটার নাটকের মধ্য দিয়ে মানুষ মহাজীবনকে চিনেছে। প্রমিথিউস স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনেছিল মানব সভ্যতার উন্নতির জন্য। দেবতা জিউস তাকে পাথরে শিকল দিয়ে বন্দি করে রেখেছিল। সমুদ্রমন্থনে ব্রহ্মা বললেন ভরত মুনি যে জিনিস তোমাদের দিয়েছে তা তোমরা ভেঙে দিয়ো না। কোন নাটক সকলকে খুশি করতে পারে না। সেফোক্লিসের আন্তিগোণে বা কালিদাস রাজসভাকবি হিসাবে রাজভাতা নিয়েছেন কিন্তু রাজতন্ত্রকে কোন ক্ষমা করেন নি। গ্রান্ট নিলেও সরকারী পলিসির বার্থতা বা তার সমালোচনা করতে কোন ভয় নয়। সামাজিক সংকটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রাজা অয়দিপাউস সবই পেয়েছিলেন। কিন্তু অনাগত কালের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। ফ্যাসীবাদ বিরোধী নাটক আমরা করিনি সেটা আমাদের দুর্বলতা, করা উচিত ছিল। এমন কি নীলদর্পণ কল্লোল করা উচিত ছিল। নাটককারীরা সামাজিক প্রশাসনিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি। এটা আমাকে কষ্ট দিয়েছে। অতিমারিতে সবচেয়ে বেশি আয় করেছে আদানি ঘন্টায় ৯০ কোটি আম্বানি ১০০ কোটিরও বেশি। থিয়েটারে এর প্রতিফলন কতটা হয়েছে। সত্যের জন্য যে মানুষ দাঁড়ায় সেই তো সবচেয়ে সত্য ও সামাজিক মানুষ। স্বাধীনতা আমি উপভোগ করতে পারিনি। খণ্ডিত স্বাধীনতা আমাকে কোন আনন্দ দেয়নি। রাষ্ট্রের সিস্টেম সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। রথের রশি, রক্তকরবী রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন শ্রমজীবী মানুষই একমাত্র ফ্যাসীবাদ রুখে দিতে পারে।

বর্তমান থিয়েটার দেখে আমি তৃপ্ত নই। ফরম নিয়ে যতটা পরীক্ষা নিরিক্ষা হোক আপত্তি নেই সেটা যেন আমজনতাকে রিলেট করতে পারে। অনীকের তপতী নাটক মহাজীবনকে ছুঁয়ে গেল। জীবনকে মহিমান্বিত করে যেতে হবে। পাপপুণ্য, জুলিয়াস সিজার আবার নতুন করে করার সময় এসেছে। গ্রান্ট নিতে কোন লজ্জা নেই, আমাদের ট্যাক্স এর টাকা আমাদের দিচ্ছে। সত্যপ্রিয় সরকার তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে একটু রসিকতা করে বললেন– আমি এখানে একদম বেমানান। পিছনে দরজা থাকলে পালিয়ে যেতাম। থিয়েটার বর্তমানে সামাজিক সমস্যার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ একটা বিশাল ব্যাপার। তিনি রূপকের আশ্রয় নিয়ে অনেক কিছু বলেছেন উপস্থাপিত করেছেন। ব্রিটিশ শাসিত দেশের বিশাল জমিদারের সন্তান হওয়ায় খোলাখুলি বা ডাইরেক্ট ভাবে কিছু বলা তার পক্ষে অসুবিধা ছিল।

ইদানিং একটা সমস্যা দেখছি কেউ ভাল নাটক করলে আমার বা অন্য কারো অসুবিধা হচ্ছে। আবার জয়েশ ভাল নাটক করলে শান্তনুর অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে আবার অনীক নাটক করছে উৎসব করছে কই আমায় তো ডাকলো না– এই সব সমস্যা হয়েই চলেছে। কজন দর্শক এলো সেটা বড় কথা নয়, কজন সেটা বুঝতে পারলো সেটাই আসল কথা। আগামী প্রজন্মকে তৈরি করতে হবে। আমরা যা পারিনি কেন পারিনি তা ওদের বোঝাতে হবে। ওরা যেন সফল হয়। যে কিছুটা জানে না তাকে জানানো বা বোঝানো এটাও একটা সমস্যা। শুধু বলি চলরে সোজা ফ্যালরে বোঝা রেখেদে তোর রাস্তা খোঁজা চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে,– আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে।

উপসংহারে দুচার কথা না বলে পারছি না। অভীক যখন বলে তখন ক্যানভাসে একটা ছবি বা দৃশ্যপট ভেসে ওঠে। বক্তব্যের মধ্যে একটা চিত্রধর্মীতা নির্মান ওর মজ্জাগত। শুধু শুনিনা দেখতেও পাই। প্রেমাঞ্জন আমাকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছে। ওর কথায় যেমন তীব্রতা আছে তেমনি সোজা সাপটা এবং অকপট। রঞ্জনদা পণ্ডিত মানুষ। একটা জ্ঞানের ভাণ্ডার। উনি উপস্থিত থাকলে অনুষ্ঠানের চেহারাটাই পাল্টে যায়। সত্যপ্রিস সরকার আমাদের বড় প্রিয় পাত্র। নিরন্তর কর্মব্যস্ততা এতোটুকু কেড়ে নিতে পারেনি তার অন্তঃসলিল সূক্ষরসবোধের ফল্গু ধারাকে। পরিশেষে জানাই নাটকের সাথে আছি, থাকি বলেই হয়তো এখনও বেঁচে আছি। নাটকে 'সমাজ মুক্তি' সম্ভব না অসম্ভব কথাটা বিতর্ক মূলক। এটা একটা প্রসেস দু-দশ দিনের ব্যাপার নয়। তবে শুনতে ভাল লাগে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছাও হয়। আসলে সমস্যা আছে থাকবে, সমস্যা দূরনিরোধ্য হতে পারে, কিন্তু অপ্রতিরোধ্য নয়। বুঝতে হবে আমাদের হাতে আলাদিনের সেই আশ্চর্য প্রদীপটা তো নেই, যে ঘসা দিলেই একজন এসে বলবে 'হুকুম মালিক' ব্যস সব সমস্যার অবসান। তা তো হবার নয় রে ভাই। মানুষকেই খুঁজতে হবে মুক্তির পথ, এ পথ একলা চলার নয়। তাই তোমার আমার সকলের মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হোক সমাজ ধ্বংসের ধারাবাহিকতার প্রতিরোধ স্লোগান, ভাঙবো অন্যায়ের প্রলয় প্রাচীর হিংসার বিষবাষ্প, তবেই না ছিনিয়ে আনতে পারবো সোনালী সূর্যের সোনালী সকাল।

বিশ্ব বাংলা কবি সাহিত্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি :বিশ্ব বাংলা সাহিত্য মঞ্চ আয়োজিত শিয়ালদহ কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ভবনে ২৭ নভেম্বর শীতের বিকালে কবিতার উৎসবের সাক্ষী থাকলেন এক ঝাঁক নবীন ও প্রবীণ কবি সাহিত্যিকরা। এদিন বিশিষ্ট কবিদের কবিতা পাঠে শতাধিক কবিতাপ্রেমী সাহিত্যরসের এক অন্য স্বাদ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ডালিয়া রায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে' পরিবেশনের মাধ্যমে। প্রত্যেক গুণীজনকে সম্মাননা দেওয়া হয়। বিশেষ অতিথি ছিলেন ছোটদের পঞ্চপাণ্ডব' কাহিনীর স্রষ্টা সাহিত্যিক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া ছিলেন প্রায় ১৮০০ সাহিত্য গ্রন্থ রচয়িতা সাহিত্যিক পৃথ্বিরাজ সেন, ইতিহাস বিদ গোপাল কৃষ্ণ পাহাড়ী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এরদাদ হোসেন, রবীন্দ্র গবেষক সমীর শীল, বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী মধুমিতা ধূত, আবৃত্তিকার দেবীকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্থার সভাপতি চন্দ্রনাথ বসু, কবি মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা। অনুষ্ঠানটিকে সফল মঞ্চস্থ করেন সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক সহদেব দলুই ও অর্নব দত্ত, সদস্য কৃষ্ণেন্দু হাইত, সুরজিৎ কোলে।

এদিন গুরুপদ মণ্ডলের দার্শনিক কান্ট বইটি প্রকাশিত হয়। বলাবাহুল্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া ৩০০ ছবি এঁকে চমক সৃষ্টিকারী ও ইন্ডিয়া আইকন পুরস্কার প্রাপ্ত খুদে অঙ্কন শিল্পী সৃজিতা কোলে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ডক্টর রঞ্জিত দাসের সুচারু পরিচালনায়।

আগামী সাহিত্য প্রকাশনা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা গ্রন্থগারের সভাগৃহে ষান্মাসিক আগামী সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশনার ২২তম বর্ষ উদযাপন হল এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। পত্রিকার সম্পাদক কবি নিশিকান্ত সামন্ত বছরের শেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন এক সুন্দর সাহিত্য সভা আয়োজনের মাধ্যমে। সেই ধারাবাহিকতা ২২ বছর ধরে চলে আসছে। এ বছরের অনুষ্ঠানেও বিভিন্ন জেলা থেকে কবি সাহিত্যিকরা সমবেত হয়েছিলেন। সুদূর কাকদ্বীপ, সোনারপুর, বেহালা, হাওড়া থেকে আসা কবি সাহিত্যিকদের সমাগমে অনুষ্ঠানটি প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলাকার বর্ষীয়ান কবি পরেশনাথ মালিক। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক মোহন নস্কর। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক বিশ্বনাথ জানা। কবি সুনীল মণ্ডল, মঞ্জিলা চক্রবর্তী, পিন্টু পোহান, ব্রজেন্দ্রনাথ ধর, তারাপদ দাস, সন্দীপ রায়, চিত্তরঞ্জন জানা, প্রিয়ব্রত বেরা, প্রণবকুমার পাল, মনোরমা পোল্লে ও আরও অনেকে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এছাড়াও বর্ষীয়ান সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। সকল অতিথি ও কবিদের সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কবি শৈলেন মাইতি।

নাট্য ব্যক্তিত্বের প্রয়াণে শোকার্ত দাঁইহাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাটের বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়(৭৮) পরলোক গমন করেছেন। শহরের গণেশজননীতলা এলাকায় নিজের বাড়িতেই গত ২৮ নভেম্বর গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গুরুতর অসুস্থতার কারণে মাসকয়েক ধরে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। নিঃসন্তান এই নাট্য ব্যক্তিত্ব এলাকার বর্তমান প্রজন্মের কাছে কানু কাকা নামে পরিচিত। তিনি দীর্ঘদিন নিয়মিত শরীরচর্চা করতেন। তাঁর সুঠাম শরীর গঠনের পিছনে ব্যায়ামের প্রভূত অবদান ছিল। অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় পেশার পাশাপাশি অভিনয় ও নাট্য নির্দেশনায় নিজেকে গভীরভাবে জড়িয়ে রেখেছিলেন। অসংখ্য নাটক ও যাত্রাপালায় তাঁর সাবলীল অভিনয় দেখে সাধারণ মানুষ মুগ্ধ হত। একইসঙ্গে নাট্য নির্দেশনাতেও তিনি অনেকের নজর কেড়ে নেন। এমনকি কলকাতায় অফিস সোশ্যালের নাট্য পরিবেশনাতেও তাঁর দৃপ্ত পদচারণা ছিল। দাঁইহাট শহরের বিভিন্ন ক্লাব ও সংস্থার উদ্যোগে যে সকল নাটক পরিবেশিত হত তার অনেকাংশই নির্দেশনার গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতেন সবার প্রিয় কানু কাকা। তাঁর নির্দেশিত একাধিক নাটক বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা থেকে পুরস্কার ছিনিয়ে আনার পাশাপাশি বিদ্বজ্জনের প্রশংসা লাভ করেছিল। এসবের পাশাপাশি তাঁর আন্তরিক ব্যবহারে তিনি সহজেই সকলের মন জয় করে নিতে পারতেন। এমন একজন ব্যক্তির মৃত্যুতে দাঁইহাটের সাংস্কৃতিক জগৎ শোকার্ত, একইসঙ্গে এলাকার নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হল।

নবান্ন উৎসবে মাতোয়ারা রাঢ়বঙ্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অঘ্রাণ মাস পড়তেই মাঠ থেকে আমন ধান গোলায় তোলার কাজ শুরু হয়েছে। তার মধ্যেই নবান্ন উৎসবে মাতোয়ারা সর্বত্র। বিশেষ করে রাঢ়বঙ্গের কৃষিজীবী পরিবারগুলিতে এই উৎসবের আয়োজন চোখে পড়ার মতো। এবারে বর্ষাকালে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হওয়ায় এবং ভাইরাস ঘটিত রোগব্যাধি সহ রোগপোকার আক্রমণে পূর্ব বর্ধমান জেলার বেশ কিছু জায়গায় ধানের ফলন আশানুরূপ হয়নি বলে একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে। তা সত্বেও গ্রামবাংলার কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী পরিবারগুলিতে নবান্ন উৎসবের সাধ্যমতো আয়োজনে খামতি নেই।

রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বিরাট ধুমধামের সঙ্গে নবান্ন উৎসবের আয়োজন করা হয়। বিশেষ করে কাটোয়ার চাণ্ডুলী, খাজুরডিহি, জগদানন্দপুর মঙ্গলকোটের ভাল্যগ্রাম, মাজিগ্রাম প্রভৃতি এলাকায় বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি সহকারে পুজো করা হয়। এজন্য সুদৃশ্য মণ্ডপ ও আলোকসজ্জার আয়োজন বেশ নজর কাড়ে। পাশাপাশি শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা বিসর্জনের জমজমাট আয়োজনও বাদ যায় না।

শিল্প গুরু' প্রাপ্তি শোলা শিল্পীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার ঐতিহ্যবাহী শোলা শিল্পে অসাধারণ অবদানের জন্য শিল্প গুরু' পুরস্কার পেলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার বনকাপাসি এলাকার বাসিন্দা আশিস মালাকার। গত ২৮ নভেম্বর দিল্লিতে বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল সহ বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে ভারতের উপ রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় এই পুরস্কারটি আশিস মালাকারের হাতে তুলে দেন। ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের তরফ থেকে প্রদত্ত ২০১৮ সালের শিল্প গুরু অ্যাওয়ার্ড'-এর জন্য শোলা শিল্পী আশিস মালাকারের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল।এতদিন পর শিল্পীর হাতে পুরস্কারটি তুলে দেওয়া হল। এর আগেই অবশ্য তিনি জাতীয় সম্মানে ভূষিত হয়ে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়াও দেশ-বিদেশের অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন এই শিল্পী। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আয়োজিত প্রদর্শনীতেও তিনি দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বিশ্বের দরবারে বাংলার ঐতিহ্যবাহী শোলা শিল্পের গৌরব বৃদ্ধিতে আশিস মালাকারের অবদান অনস্বীকার্য। এবারের এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত খুশি শিল্পী আশিস মালাকার। বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে বাড়ি ফেরার উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে তিনি টেলিফোনে আবেগপ্রবণ হয়ে এই প্রতিবেদককে জানালেন তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তিতে সুখকর অনুভূতির নানান কথা।

নাট্য চর্চা কেন্দ্রর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্যামবাজার নাট্যচর্চা কেন্দ্র-র আয়োজনে উত্তর কলকাতার প্রাণকেন্দ্র শ্যামবাজার দেশবন্ধু পার্কের রাজীব পয়েন্টএ শুরু হল সংস্কৃতি চর্চার এক অন্য দিন। বর্ষীয়ান অভিনেত্রী নীলিমা চক্রবর্তী, অভিনেতা, নির্দেশক, নাট্যকার ও বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আশিস দাস, সৌমেন পাল, সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী, অভি চক্রবর্তী, অতনু সরকার প্রমুখের উপস্থিতিতে নাট্য বিভাগের অধ্যাপক শুভব্রত সিনহা রায়ের নামাঙ্কিত মঞ্চে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন-এর মাধ্যমে শুরু হল ছয় মাস ব্যাপী প্রতি মাসের তৃতীয় শনিবার সন্ধ্যায় 'বহিরঙ্গন নাট্যযাপন' কর্মসূচি। কলকাতা পুরনিগমের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের আন্তরিক অনুপ্রেরণায় শ্যামবাজার নাট্যচর্চা কেন্দ্রের নেতৃত্বে এলাকায় সংস্কৃতির প্রসারের এহেন উদ্যোগ নাট্যজন অরিন্দম দে-র সুচারু সঞ্চালনায় উপস্থিত সকল নাট্যব্যক্তিত্বর সহযোগিতামূলক সমর্থন ও প্রশংসা আদায় করে। এদিনের 'মাদারি খেল' পর্বটি গোবরডাঙা নক্সাদলের এক সময়ের বিখ্যাত একাঙ্ক প্রযোজনা 'শনি'র কথা মনে পড়িয়ে দেয় উপস্থিত অনেককেই। উদ্বোধন পর্বের শেষে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের ছাত্রছাত্রীদের উপস্থাপনা 'লক্ষীর পরীক্ষা' ও শ্যামবাজার নাট্যচর্চা কেন্দ্র'র নাটক 'দুর্গা টুনটুনি'র পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এরপর আগামী মাসের ১৭ ডিসেম্বর দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান হবে বলে জানালেন নাট্যচর্চা কেন্দ্রের কর্ণধার তথা অভিনেতা ও নির্দেশক সমরেশ বসু।

প্রকাশনা সাহিত্যপ্রেমীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭ নভেম্বর বাঙ্গালপুর মহিলা বিজ্ঞান কেন্দ্রে এক গুচ্ছ পত্রিকার উদ্বোধন হল। সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে বিদগ্ধ কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে বিকাশ কেন্দ্রের দ্বিতল ছিল জমজমাট। বাগনান 'সাহিত্য সেবক' পত্রিকার সম্পাদক হেমন্ত রায়ের সবদিক থেকে নজর ছিল সুতীক্ষ্ণ। সত্তর উর্ধ্ব বিদগ্ধজনেদের মধ্যে বুদ্ধদেব বাবু স্থবির অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েও তাঁর লেখালেখির প্রতি বিনয়াভাবাপন্নতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন উক্ত অনুষ্ঠানের মাইক্রোফোনে। সম্পাদক ডাঃ সৌরেন্দ্র শেখর বিশ্বাস তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়ে ডাক দিয়েছেন লেখক গোষ্ঠীর প্রতি। প্রসঙ্গক্রমে তিনি 'কিশোর পাঞ্চজন্য' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের ৮৩ বছর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগের সংবাদের এক কর্মী সম্পাদকের বিয়োগ ব্যথায় মর্মাহতের কথা বলে। হাওড়া জেলা শিশু সাহিত্যর সভাপতি প্রণবেন্দু বিশ্বাস তাঁর ত্রিপুরা সফরের অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনান। চারজনের মধ্যে কবি প্রণয়কান্তি কপাট তাদের সঙ্গী হিসাবে গিয়েও শারীরিক কারণে সঙ্গ দিতে অসমর্থ হন। 'লিখতে পড়তে শেখান' এর ৫৪৪ সংখ্যার উদ্বোধন, 'সংবাদ উলুবেড়িয়া'র শারদ সংখ্যা, মৈনাক রায়ের এখন 'আলোর ফুলকি'র শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সাংবাদিক নুরুল আফসার, সনৎ ঘোষ, মোহনলাল কাপড়ি প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাৎক্ষণিক আনন্দ উপভোগ করেন অনেকেই। বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী অরিন্দম চক্রবর্তী তাঁর সুললিত কণ্ঠে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন গোপাল ঘোষ মহাশয়।

সংবিধান দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছাব্বিশে নভেম্বর কলেশ্বর নেতাজী সংস্কৃতি মঞ্চের উদ্যোগে ছামনার শ্যামাপদ দাস বিএড কলেজে পালিত হলো সংবিধানের প্রস্তাবনা দিবস, সাহিত্যসভা ও মুম্বাই হামলায় শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা ভূমিপুত্র নীলমাধব নাগকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় সংস্কৃতি মঞ্চের পক্ষ থেকে। বিচারপতি ডঃ শ্যামল গুপ্তা, ময়ূরেশ্বর ২নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দীপাঞ্জন জানা, অধ্যাপক ডঃ স্বরূপ মালাকার, অধ্যাপক ডঃ ভাস্কর কয়েরি, সমাজসেবক প্রমোদ রায়, কলেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শান্তনা রায় সহ বিদগ্ধজনেরা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি মঞ্চের সম্পাদক হিমাদ্রীশেখর দে।

হুগলি চুঁচুড়া বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীত পড়তেই বিভিন্ন জায়গায় বইমেলা শুরু হয়েছে। ১০ ডিসেম্বর শনিবার চুঁচুড়া ময়দানে শুরু হচ্ছে ১৪তম হুগলি-চুঁচুড়া বইমেলা। চলবে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবারে উদ্বোধন করবেন সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য সত্যম রায় চৌধুরী। সঙ্গে থাকছেন কলকাতা বইমেলার সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং কলকাতা বইমেলার সভাপতি সুধাংশু শেখর দে, কবি ও সাহিত্যিক সৈকত মুখোপাধ্যায়। সংস্থার সম্পাদক গোপাল চাকী ও বিজয় মুখার্জী জানালেন, কলকাতার নামিদামী পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতারা আসছেন। অনুষ্ঠান মঞ্চে 'সমকাল ও বিবৃতির' সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশ হবে। এছাড়া দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের বিজয় মোদক ও অনিল বসু মেধাবৃত্তি প্রদান করা হবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মুক্তি পেয়েছে সিনেমা ক্লাউন। প্রত্যেকটি মানুষের আড়ালেই এক মুখোশ লুকিয়ে থাকে কিন্তু পরিস্থিতি এবং সমাজের জন্য তা প্রকাশ পায় না। তাই জোকার যে সকলকে আনন্দ দেয় সেই আনন্দের আড়ালে লুকিয়ে থাকে একটি প্রতিবাদের সত্ত্বা। আর সেই সত্ত্বাই সমাজকে শিক্ষা দেয়। প্রতিবাদ হয়ে ওঠে একটি থ্রিলার।

দাদার হাত ধরে বোনের উত্থান

যোগকন্যা' রামিশার আন্তর্জাতিক সাফল্যে

দেবাশিস রায়

বিশ্বখ্যাত সাঁতারু জলপরী' সায়নী দাসের জন্মস্থান কালনা শহরেরই যোগকন্যা' রামিশা দফাদার বিশ্ব যোগাসনে এবারও তাক লাগিয়ে দিল।বিগত কয়েক বছর ধরে পরপর আন্তর্জাতিক যোগ প্রতিযোগিতার আসরে কালনার এই ফুটফুটে কিশোরীটি যেভাবে ধারাবাহিক সাফল্যের ছাপ রেখে চলেছে তাতে কালনাবাসীর কাছে রামিশা এখন যোগকন্যা' নামেই অভিহিত। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা পুরসভার ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ডাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা রহমত দফাদার এবং হাসমাতারা বিবির একমাত্র ষোড়শী কন্যা রামিশা এবার বিশ্ব যোগ প্রতিযোগিতার আসর থেকে মোট পাঁচটি পদক ছিনিয়ে এনে এই দেশ তথা এই রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছে। গত ১৪-১৬ নভেম্বর ভারতের হরিয়ানার কার্নালে আয়োজিত বিশ্ব যোগাসন প্রতিযোগিতায় মোট পাঁচটি বিভাগে অংশগ্রহণ করে রামিশা তিনটি গোল্ড, একটি সিলভার এবং একটি ব্রোঞ্জ মেডেল জয় করেছে।এই প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ১৭টি দেশের মোট ৪৩৭ জন প্রতিযোগীর মধ্যে কালনা

হিন্দু গার্লস স্কুলের একাদশ শ্রেণীর আর্টস বিভাগের পড়ুয়া রামিশা দফাদার তার উপস্থাপনার মাধ্যমে সকলের নজর কেড়ে নিয়েছিল।বিশ্ব যোগাসনের আসরে এলাকার মেয়ের এই সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই গর্বিত এবং উচ্ছ্বসিত অনেকেই রামিশাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রামিশার দাদা অসীম দফাদার নিজে একজন যোগ প্রশিক্ষক। আঠাশ বছর বয়সী অসীম ইংরেজি অনার্সে স্নাতক হওয়ার পর যোগ বিষয়ে ডিপ্লোমা করেন।তারপর নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বয়সী মানুষকে যোগ প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি নিজেকে সমাজসেবামূলক নানান কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে রাখেন। দাদার কাছেই রামিশার যোগ প্রশিক্ষণের হাতেখড়ি।

অসীম তাঁর অর্জিত সবটুকু শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে একটু একটু করে বোনকে যোগাসনে যোগ্যতর করে তোলেন। এভাবেই একসময় রামিশা নিজেকে রাজ্যস্তর, জাতীয়স্তরে যোগাসন প্রতিযোগিতার আসরে মেলে ধরেছিল। তারপর বিশ্ব যোগাসনের দরজায় সে কড়া নাড়তে শুরু করে। তবে, এক্ষেত্রে তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন হুগলি জেলার কোন্নগরের বাসিন্দা গৌরাঙ্গ সরকার। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দিয়ে রামিশাকে একটু একটু করে গড়েপিঠে নিচ্ছেন। এভাবেই একসময় থাইল্যান্ডে আয়োজিত 'এশিয়াড' এবং হরিয়ানায় আয়োজিত বিশ্ব যোগাসন প্রতিযোগিতার একাধিক আসর রামিশা নিজের সেরা পারফরম্যান্স দিয়ে মাতিয়ে তুলতে থাকে। এই দেশ এই রাজ্য শিক্ষা সহ আর্থিকক্ষেত্রে যখন মুসলিম সমাজকে কার্যত 'পিছিয়ে পড়া' হিসেবে গণ্য করে নানাভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রয়াস চলছে ঠিক তখন এই অসীম, রামিশারা এভাবেই বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে নিজেদের মেলে ধরতে সচেষ্ট। আর এভাবেই আরও কিছু মানব সম্পদ' তৈরির মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে দেশের নামও উজ্জ্বল হচ্ছে। পেশায় মৎস্যচাষি রহমত দফাদারের একমাত্র পুত্র অসীম তাঁর কালনার বাড়িতে বসেই আলিপুর বার্তাকে জানালেন পরিবারের নানা চড়াই-উৎরাইয়ের কথা, আর্থিক প্রতিকূলতা সহ ক্রীড়াক্ষেত্রে নানাবিধ সরকারি অসহযোগিতার কথা। তিনি বলেন, হাই স্কুলে পড়ার সময়ই ফিজিক্যাল এডুকেশন সাবজেক্টটা ভালো লাগত। সেখানে যোগব্যায়াম পাঠের প্রতি আমি খুব আকৃষ্ট হয়ে পড়লে শিক্ষকরাও আমাকে অত্যন্ত উৎসাহ দিতেন। পরবর্তীতে যোগ নিয়ে পড়াশোনা করি। একটা সময় বোনও আমাকে দেখে যোগের প্রতি আগ্রহ দেখাতে শুরু করলে তাকে দমিয়ে রাখতে চাইনি। আমার কাছেই রামিশা প্রথম যোগ প্র্যাকটিস শুরু করে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে। বোনের ধারাবাহিক সাফল্যে অবশ্যই গর্ব বোধ করছি। তবে, বেশি উৎসাহিত নই। কারণ আগামিদিনে আরও সাফল্য পাক এই আগ্রহটা রাখব এবং এই খিদেটাই ওর মধ্যে রেখে দিতে চাই। কারণ, এটাই শেষ নয়, এটা নিয়েই ওকে আরও চলতে হবে।

একরাশ স্বপ্ন নিয়ে যোগাতে উঠে আসছে ছোট্ট অনুষ্কা

মলয় সুর : বেহালা ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের শকুন্তলা পার্কের মেয়ে অনুষ্কা চ্যাটার্জী এখন উদীয়মান যোগ পারদর্শী হিসাবে সবার নজরে। চরম দারিদ্রের সঙ্গে কঠিন লড়াই করেই যোগ প্রশিক্ষণে ছুটে যায়। বাবা দীপক চ্যাটার্জী সিকিউরিটিতে কাজ করেন। তাঁর সামান্য আয়ে কোনও ক্রমে সংসারে চলে। ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে লাতিন আমেরিকার দেশ আর্জেন্টিনায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব যোগ চ্যাম্পিয়নশিপে ৩৭টি দেশের মধ্যে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক অর্জন করে অনুষ্কা। চলতি বছরে জুন মাসে আন্তর্জাতিক স্পোর্টস যোগা অনলাইন প্রতিযোগিতায় সে বিশ্ব যোগা চ্যাম্পিয়ন হয়। ১২ বছরের অনুষ্কা বড়িশা গার্লস হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছে। সে

কেটোপোল সম্মিলনী ক্লাবে পাঁচ বছর ধরে প্রশিক্ষক সলিল বিশ্বাস ও মণিকা বিশ্বাসের কাছে প্রাণপাত পরিশ্রম করছে। অভাবের সংসার। তাঁর মধ্যেই চলে যোগাসনে বড় হওয়ার স্বপ্ন আর পরিবারের মুখে হাসি ফোটানো। এই স্বপ্নে অর্থের অভাবই বড় সমস্যা। এই অর্থাভাবেই কয়েকমাস আগেই থাইল্যান্ড যেতে পারেনি অনুষ্কা। তাঁরা দুই বোন। দিদি বিদিশা গানে অতুলনীয় পারদর্শী। একসময় তার মা রুমা চ্যাটার্জী অ্যাথলেটিক্স ছিলেন। তিনিই এখন সর্বক্ষণের সঙ্গী, এবং উৎসাহ ও প্রেরণাদাতা। ইতিমধ্যেই ছোট্ট অনুষ্কার জীবনে একাধিক সাফল্য এসেছে। সে সেরা হওয়ার জন্য ১২০টি স্বর্ণ পদক পেয়ে রেকর্ড গড়েছে। তার সদ্য করা ৬টি আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদক বাংলাকে উজ্জ্বল করে। অনুষ্কা আগামী ডিসেম্বরের শেষ দিকে পণ্ডিচেরিতে ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল যোগা ফেডারেশন অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। তার জন্য রইল শুভেচ্ছা।

চন্দন কেন ব্রাজিল সমর্থক

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রীরামপুরে বাঙালি ছেলে চন্দন রায় ওরফে ডোডোর ব্রাজিলিয় স্ত্রী কেট রেজিনা সিলভা ইয়ামা গুটি রায় কাতার বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্রাজিল যেন চ্যাম্পিয়ন হয় তার জন্য সর্বদা প্রার্থনা করছেন। ডোডোর সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পরিচয় হয় কেটের। ২০১৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারিতে তাদের বিয়ে হয়। প্রেমের টানে একাই সাহস করে ব্রাজিল থেকে ১৫ হাজার ৪০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে একেবারে শ্রীরামপুরে চলে আসেন। চন্দন শ্রীরামপুর গোস্বামী পাড়ার বাসিন্দা। প্রসঙ্গত, চন্দন বুদ্ধিজিম প্র্যাকটিশ করতো সেই সূত্রেই পরিচয়। ২০১৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর থেকে শ্রীরামপুরে আছেন দুজনে। কেট রেজিনা ৬ বছর হয়ে গেল চুটিয়ে সংসার করছেন। বলেন, বাংলার সাংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছি। আমার দেশের সঙ্গে বেশ কিছু সাদৃশ্য

রয়েছে। সেই কারণেই ফুটবলে বাঙালির মজে যাওয়া আবেগের সঙ্গে আমার এত বেশি মিল রয়েছে। ইতিমধ্যেই সে বাংলায় কথাবার্তা বলছে এবং রান্নায় পটু হয়েছে। যেমন- শুক্তো, খিচুড়ি, ইলিশমাছের পদ বানাচ্ছে। ২০১৯ সালের অক্টোবরে চন্দন ব্রাজিলের বিখ্যাত শহর সাওপাওলোতে শ্বশুর বাড়ি যান। সেখানে শ্বশুর রজার কিয়োজি ইয়ামাগুটি (৬৬) প্রাক্তণ ফুটবলার। এখনও ফুটবল খেলেন। চন্দন ওই শহরে মারকানা স্টেডিয়াম, ফুটবল মিউজিয়াম, ব্রাজিলের জুলেরিমে ট্রফির রেপ্লিকা, পেলের অপূর্ব অভ্যর্থনা আনন্দিত উচ্ছ্বসিত । ওই শহরে পর্তুগিজ ভাষায় কথা হয়। তাদের চার বছরের ছেলে নাম ইথান ইয়ামাগুটি রায়। শেওড়াফুলিতে একটি ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে আপার নার্সারিতে পড়ছে।

ঋণ নিয়ে কাতার যাচ্ছেন ব্রাজিলের অন্ধ সমর্থক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঙালির সঙ্গে ফুটবল একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে। তাই যতই কষ্ট হোক, ফুটবলকে বাদ দিলে চলবে না। আর যদি সেটা বিশ্বকাপ হয়, তাহলে তো কোনও কথাই হবে না। ব্যাঙ্ক থেকে ৫ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে কাতার বিশ্বকাপে রওনা দিচ্ছেন বৈদ্যবাটী জিটি রোড রেলগেটের বাসিন্দা ৭১ বছরের পঙ্কজ ঘোষ। তিনি সেখানে ৫টি বিশ্বকাপ ম্যাচ দেখবেন। ২টি কোয়াটার ফাইনাল, ২টি সেমিফাইনাল, ও ফাইনাল। চলতি কাতার বিশ্বকাপে ব্রাজিলকে তিনি আন্ডারডগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ৯ ডিসেম্বর দোহার পথে পাড়ি দেবেন পঙ্কজ। যদিও এর আগে পঙ্কজবাবু ৬টি বিশ্বকাপের আসরে হাজির হয়েছেন। তাঁর প্রথম ১৯৯৮ ফ্রান্সে তাঁর প্রথম বিশ্বকাপ দর্শন। সেইবার ফাইনালে ফ্রান্স ৩-০ গোলে ব্রাজিলকে পরাজিত করে বিশ্বকাপ ঘরে তোলে। ৬০-এর দশকে তিনি বৈদ্যবাটী বিএস পার্কে মিডফিল্ড পজিশনে চুটিয়ে ফুটবল খেলতেন। তারপর সাই ফুটবল কোচিং ক্যাম্পে দীর্ঘদিন ফুটবল প্রশিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। ২০১২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। এখনও ফুটবলের টানে বৈদ্যবাটী চৌমাথা স্পোর্টিং ক্লাবে নিজের হাতে গড়া ছোটদের ফুটবল কোচিং করান। পঙ্কজবাবুর আবেঘন বার্তা বিশ্বকাপের আসরে বিভিন্ন দেশ বিদেশের লোকের ভাষার সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বডি ল্যাঙ্গুয়েজে কথাবার্তার কোনো অসুবিধা হয়না। এটা এককথায় বিশ্বমেলা। আসলে বিশ্বকাপের মাঠে বসে খেলা দেখা একটা আলাদা অনুভূতি। টিভিতে দেখা দুধের স্বাদ

ঘোলে মেটানোর মতো। চোখের সামনে যখন দেখি জীবন্ত কিংবদন্তী স্বপ্নের খেলোয়াড়দের তখন সারা শরীর উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে ওঠে। এই ফুটবল প্রেমী মানসিকতার জন্য বিশ্বকাপের মেলায় তার সঙ্গে প্রচুর দর্শকের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ব্রাজিল, ইংল্যান্ড, পর্তুগাল ফুটবলপ্রেমীদের সঙ্গে চ্যাটের মাধ্যমে কথা হয় পঙ্কজের। এমন কী বিভিন্ন দেশের রেপ্লিকা তিনি পেয়েছেন। এর মধ্যে আছে ফ্রান্স, জাপান, ব্রাজিল, রাশিয়া ও জার্মানি। উল্লেখ্য ২০০২ সালে জাপানে খেলা দেখে ফেরার সময় রাতের লাস্ট ট্রেন চলে যায়। তখন সারারাত স্টেশনে কাটাতে হয়। এবারে তাঁর সাড়ে আট লাখ টাকা খরচ হবে। তবে জুলাই মাস থেকে তার কিস্তি শোধ শুরু হয়েছে। তাঁর ফেভারিট প্লেয়ার ব্রাজিলের রিচার্লিসন। তাঁর আশা এবারও ব্রাজিলের বিখ্যাত সাম্বা নাচ মাতিয়ে রাখবে কাতার বিশ্বকাপকে।

জানা-অজানা সফরে

ইতিহাস কথা বলে গড় পঞ্চকোট পাহাড়ের নিচে

শ্রী মুসাফির

এবার আপনাদের এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাব যা এখনও পর্যটন মানচিত্রে সেভাবে উজ্জ্বল নয়। জায়গাটি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ডিভিশনের পশ্চিম সীমান্তের শেষ জেলা পুরুলিয়ায়। নাম গড় পঞ্চকোট। পিছনে পাঞ্চেত ড্যাম। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সাজানো পঞ্চকোট পাহাড়ের নিচে রয়েছে বিশাল এক গড়ের ধ্বংসাবশেষ। ইতিহাস বলে কাশিপুর মহারাজের এই গড় বা দুর্গ ধ্বংস হয় বর্গী আক্রমণে। রাজস্থানের চিতোরের মত এই গড়ের রানী ও মহিলারা আক্রমণের মুখে নিজেদের সম্ভ্রম বাঁচিয়েছিলেন গড়ের কূপে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে। ইতিহাসের সেই করুণ কাহিনী আজও মুখে মুখে ফেরে স্থানীয় সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে। পাহাড়ের নিচে আজও বিরাজমান রাজপরিবারের পঞ্চরত্ন মন্দির, যা প্রাচীন টেরাকোটার এক অমূল্য নিদর্শন। হেরিটেজ হলেও আজও সেখানে রাধামাধবের নিত্য পুজো হয়। সন্ধ্যারতির ঘন্টাধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে।

আকর্ষণীয় এই গড়পঞ্চকোটের খোঁজ এখনও সেভাবে পায়নি পর্যটকরা। তাই কোলাহল এখনও গ্রাস করতে পারেনি এই পাহাড়কে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় রূপ পাল্টায় পাহাড়। গরমে পাহাড়ের জঙ্গলে পাওয়া যায় স্বস্তির অবকাশ। জঙ্গলে

কাশীপুর রাজার গড়ের ধ্বংসাবশেষ

পঞ্চকোটে টাওয়ার দর্শন

টেরাকোটার মন্দিরে গড় চত্বর আজও মোহময়

কাশীপুর রাজার প্রাসাদের স্মৃতি রয়ে গেছে কিছুটা

কাশীপুর রাজার গড়ের আরও কিছু ধ্বংসাবশেষ

যাওয়ার রাস্তাটিও মনোমুগ্ধকর। বর্ষায় ঝর্ণা আর ঝোরায় রূপ পাল্টায় সবুজে ঢাকা পঞ্চকোট। শীতে ঝরা পাতার চাদরে ঝলমলে রোদ নস্টালজিক করে তোলে মনটা।

গড়পঞ্চকোটের প্রাচীন গড়কে সরকার পর্যটনের আকর্ষণ বাড়াতে সারিয়ে তুলছে। ফলে এরপর গড়পঞ্চকোট যে পর্যটকের ভিড়ে মুখরিত হয়ে উঠবে তা প্রায় নিশ্চিত। তাই বলাই যায় আগামী দিনে বাঙালির বেড়ানোর নতুন ডেস্টিনেশন হয়ে উঠতে চলেছে গড়পঞ্চকোট। তবে বনবিভাগের একটি রিসর্ট ছাড়া এখনও সেভাবে ভালো কোনো থাকার জায়গা তৈরী হয়নি গড়পঞ্চকোটে। শোনা যাচ্ছে একটি সংস্থা পাহাড়ের কোলে টেন্ট রিসর্ট তৈরী করতে আগ্রহী। খাবার জন্য অবশ্য এখানে স্থানীয় কিছু মানুষের দোকানঘর আছে। সেখানে অর্ডার দিয়ে ভাত, ডাল, টাটকা মাছ বা দেশি মুরগি পেতে পারেন।

কিভাবে যাবেন গড়পঞ্চকোটে

হাওড়া থেকে পুরুলিয়া যাওয়ার ট্রেনে আদ্রা নেমে অটো, ট্রেকার বা প্রাইভেট গাড়িতে যাওয়া যায় গড়পঞ্চকোট। টানা গাড়িতে দুর্গাপুর আসানসোল হয়েও পৌঁছানো যায় সেখানে। সারাদিন কাটিয়ে ৫ ঘন্টায় ফিরে আসতে পারেন কলকাতায়। ফিরে এসে কেমন লাগলো জানাবেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com